স্বপ্ন

সফলতা ও বাস্তবতা

মুহাম্মদ আবদুল বাছেত

www.pathagar.com

মুহাম্মদ আবদুল বাছেত, ১৯৮৮ ইং সনের ১২ ইং মে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলাধীন চন্দ্রগঞ্জের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা– মুহাম্মদ আব্দুর রব, পেশায় শিক্ষক, মাতা– মাজেদা বেগম। চার ভাই-বোনের মধ্যে তিনি সবার বড়। শিক্ষাগত জীবনে দুটি বোর্ড পরীক্ষায় ডাবল জিপিএ-৫ (এ+) প্রাপ্তসহ কৃতিত্বের সঙ্গে এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থানসহ একাধিক বৃত্তি লাভ করেন। আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনে তিনি সকলের দোয়াপ্রার্থী। আত্মমানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে তিনি 'আদর্শ সমাজকল্যাণ পরিষদ, লক্ষ্মীপুর'র, প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও আইন শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'ইয়ুথ ফর পিস এন্ড জাস্টিস'-এর সভাপতি, মাসিক 'ক্যাম্পাস মিরর'র নির্বাহী সম্পাদক ও 'ত্রিলোক বাচিক পাঠশালা'র সদস্য। তিনি আরো বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে নিজেকে জড়িত রেখে সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

www.pathagar.com

স্বপ্ন

সফলতা ও বাস্তবতা

মুহাম্মদ আব্দুল বাছেত

সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা

www.pathagar.com

স্বপ্ন : সফলতা ও বাস্তবতা
মুহাম্মদ আব্দুল বাছেত
প্রকাশক : আবুল কাসেম হায়দার, **লেখালেখি,** ইয়ুথ টাওয়ার, ৮২২/২, রোকেয়া সরণী, ঢাকা-১২১৬
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক, **প্রচ্ছদ :** খালিদ হেলাল, **প্রথম প্রকাশ :** একুশে বইমেলা-২০১৫, **মুদ্রণে :** পুনশ্চ, মূল্য : ১২০ টাকা।
নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র : ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০। ৬৭, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, কাটাবন, ঢাকা-১২০৫।

Sopno : Sofolota O Bastobota : by Mohammad Abdul Bashet, **Published by :** Abul Quasem Haider, **Lekhalekhi** 822/2 Rokeya Sarani, Dhaka-1216, Bangladesh. Copyright : Writer, **Cover Design :** Khalid Helal, **First Edition :** Ekushe Book Fair-2015, Price Tk. 120 US $ 5.00
ISBN : 978-984-33-8387-7

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যাঁদের ঋন চির অপূরণীয়

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা, মুহাম্মদ আব্দুর রব

মাতা, মাজেদা বেগম

নানী, আনোয়ারা বেগম

মৃত দাদী, ছবুরা খাতুন

ও

খালা, মরিয়ম বেগম রুবি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

লেখকের কথা	৯
স্বপ্ন-সফলতা ও বাস্তবতা	১১
জীবন ও মৃত্যু	১৫
চিন্তা ও ঐক্যের শক্তি	১৯
সংস্কৃতি ও আমরা	২৩
চলচ্চিত্র : শিল্প না বাণিজ্য	২৬
মানবিকতাবোধ থেকে মানবতাবাদ	৩০
মানবের মানবিক অধিকার : সাম্প্রতিক পর্যালোচনা	৩৫
আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার যতকথা	৪০
আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার যতকথা (২)	৪৫
ধর্ম ও সভ্যতা	৫০
গ্রেফতার : আইন ও করণীয়	৫৪
সহায়কগ্রন্থপঞ্জী	৫৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকের কথা

মানবজীবন শুধু সুখকর নয়, বরং বন্ধুর। তবে হ্যাঁ, সুখ ও সফলতা তাদেরই দুয়ারে ঠেকে, যারা সময়মত সুখ ফসলের বীজ বুনতে জানে। এটিও সত্য যে, পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখা যাদের সৌভাগ্য হয়েছে, তার সিংহভাগই জীবন সংগ্রামের বিফলতা থেকেই সফলতার সন্ধান ও দিক-নির্দেশনা পেয়েছেন। যারা জীবনটাকে শুধুমাত্র ভোগ্য হিসেবে নয়, ত্যাগের মনে করেছেন।

মানুষের জীবনে অনেকগুলো অভাব থাকে, আমার জীবনেরও অভাবগুলোর মাঝে অন্যতম হচ্ছে, 'জ্ঞানের অভাব'। জ্ঞান সাধনায় নিজেকে যখন একটু পা বাড়ানোর চেষ্টা ও সমাজ, সংস্কৃতি, দুঃখী মানুষদের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছি এবং আর্তমানবতার মনের আবেগকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছি, ঠিক তখনই বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও পত্রিকায় লেখালেখির চেষ্টা করি। পাঠক মহল থেকে যথেষ্ট উৎসাহ ও লেখনির ধারকে আরো শাণিত করার অনুপ্রেরণাও পেয়েছি। সেই উৎসাহ ও আগ্রহ থেকে মানুষের কাছে আরো পৌঁছার নিমিত্তেই পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখাগুলোর সংকলনমাত্র এই বইটি।

লেখক নই, মনের আবেগকে প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে রচনাগুলো লিখতে গিয়ে বিভিন্ন লেখকের লেখনি থেকে অনুপ্রেরণা ও তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে আমি যে সহযোগিতা পেয়েছি এবং বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন যারা আমাকে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের কাছে আমি চির ঋণী ও কৃতজ্ঞ। প্রথম প্রকাশ হিসেবে অজানা ও অজ্ঞাতবশত কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে, সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধসহ লেখনীর ধারকে আরো শানিত করার জন্য পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা কামনা করছি।

আমার প্রবন্ধগুলো লেখা ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে যাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি– প্রিয় শিক্ষক, জনাব শেখ সামিদুল ইসলাম, জসিম উদ্দিন, সাইদুর রহমানসহ রুম্মান আক্তার, মুজাহিদুল ইসলাম, আ. ফ. ম মশিউর রহমান, মাহমুদুল

www.pathagar.com

হাসান, হাসান মো. ইউসুফ, সামসুদ্দীন সাইফী, নুরুল আবছার, নাজমুল, আতিকুল হাসান, আব্দুর রহমান, আহম্মদ উল্লাহ, শফিকুল্লাহ্, রাজিবুল ইসলাম, মাসুদুল ইসলাম, আঃ কাইউম, আব্দুল কাহ্হার, রনি, জাহিদ, সোহেল, আতিকুর রহমান, সজীব, মামুন, কবিরসহ আরো অনেকেই।

মাসিক ক্যাম্পাস মিররের সম্পাদনা পরিষদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ এই জন্য যে, প্রবন্ধগুলো প্রকাশের মধ্য দিয়ে পাঠক মহলে সাড়া জাগানোর মাধ্যমে আমার লেখনির ক্ষুরধারকে আরো শাণিত করতে।

বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, শিল্প উদ্যোক্তা, ও সমাজসেবক এক কথায় বহুবিধ প্রতিভার অধিকারী আবুল কাসেম হায়দার স্যারকে তাঁর লেখালেখি প্রকাশনী থেকে বইটি প্রকাশ ও সার্বিক সহযোগিতা করতে তিনিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

মুহাম্মদ আবদুল বাছেত
ঢাকা
ডিসেম্বর, ২০১৪

www.pathagar.com

স্বপ্ন-সফলতা ও বাস্তবতা

"মানুষ আশায় বাঁচে, নিরাশায় কাঁদে"। এ উক্তিটি যেমনি সত্য, তেমনি মানুষের এক জীবনে স্বপ্ন দেখে কয়েকবার। কিন্তু ভাববার বিষয়, কতজন মানুষ তার স্বপ্নের চূড়ায় আরোহণ করতে পেরেছে, শিশুকাল থেকেই যে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়। বয়স ও কালের পরিক্রমায় এ স্বপ্নেরও হয় পরিবর্তন। কেউ বা চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিচারক আইনজীবী, শিক্ষক, ধর্মীয় পণ্ডিত, সাংবাদিক, চলচ্চিত্রকার, ব্যবসায়ী, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি হতে চায়। তবে হ্যাঁ, আমার ক্ষুদ্র জীবনে এ স্বপ্ন চূড়ায় পৌঁছার সফলকামী স্বপ্নবাজ মানুষ দেখার সুযোগও হয়েছে। আমার জুনিয়র ক্লাসের জাবেদ চেহারায় সবসময় দেখতাম এক রাশ স্বপ্নের চিহ্ন। সত্যি, সে নিজে যেমনি স্বপ্ন দেখতো, অন্যকেও স্বপ্ন দেখাতে পারতো। একজন চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন তার এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। আমার একজন সহপাঠীর ছোট ভাই শফীক তার সাথে ঢাকায় থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। একজন চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্নে প্রথমবার মেডিকেলে চান্স না হওয়ায় গ্রামের বাড়ি চলে যায়। কিন্তু এই স্বপ্নবাজের স্বপ্ন থেমে নেই। ২০১১ সালের ৪ঠা জুলাই ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মায়ের মৃত্যুতে বিমর্ষ ও আবেগময়ী তার চেহারা আমি দেখেছি। তবে হ্যাঁ, সেদিন তার চোখে কোন অশ্রু দেখিনি। মনে হয়েছিল, বাকহীন এক প্রাণপুরুষ। তবুও সে সকলকে কিছু একটা বোঝাতে যাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবতা তাকে দিচ্ছে না সে ক্ষমতাটুকু। আরো দেখেছি তার পরিবার ও পরিজনের আকুল-আর্তনাদ ও আপনজনহারা কষ্টকর রাতের অংশটি। স্রষ্টার অফুরন্ত লীলাখেলা এই স্বপ্নবাজ দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষায় একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ চান্স পেয়েছে। এই দু'জন স্বপ্নবাজ থেকে আমার জন্য রয়েছে অনেক কিছু শেখার। তাঁরা শুধু চিকিৎসক হয়েই ক্ষান্ত নয়। যতটুকু জেনেছি, সমাজের অসহায়-দুঃস্থ জনগণের সেবায় কাজ করার তাদের রয়েছে অনক স্বপ্ন ও পরিকল্পনা।

২০০৭ সালের শুরুর দিকে চট্টগ্রামের হালিশহরে একজন উর্ধ্বতন বন-কর্মকর্তা আত্মীয়ের বাসায় বেড়ানোর সুবাদে তাঁর ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া ছেলের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে বললো, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া এবং বুয়েট থেকে

www.pathagar.com

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়া। এই স্বপ্নবাজের স্বপ্নের কথা শুনে সেদিন নিজের সম্পর্কে বোধোদয় হয়, বোর্ড পরীক্ষায় দুটি জিপিএ-৫ হাঁকিয়েও জীবনের লক্ষ্যটাও এখন পর্যন্ত স্থির করতে পারিনি। বছর ছয়েক আগে ঢাকায় তার বিসিএস কর্মকর্তা একজন চাচার বাসায় সাক্ষাতে জানতে পারি, সরকারি একটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য পরেরদিন আমেরিকায় তার ফ্লাইট।

আবার স্বপ্নবাজদের ঘরে জন্ম নিয়ে স্বপ্নভাটার দৃষ্টান্তও দেখেছি। ঢাকায় আমার একজন ছাত্র ছিল। তার বাবা সরকারি মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক। তার মা সদ্য পাশ করা একজন নব্য চিকিৎসক। প্রথম যে দিন তাকে পড়াতে যাই, প্রশ্ন করলাম, তুমি বড় হয়ে কী হতে চাও? তার জবাবের আগেই তার মা বললেন, "ও আমাদের মেডিকেলের পড়াশুনার চাপ দেখে, চিকিৎসক হওয়া তো দূরের বিষয়, পড়াশুনা করতেই রাজী না"। প্রায় আড়াই বৎসর তার শিক্ষকতার সুবাদে বাস্তবতাও তাই পেয়েছি। পড়াশুনার প্রতি অনাগ্রহতাই বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। তাকে প্রশ্ন করতাম, তোমার দাদা পেশায় কী ছিলেন? একজন সাধারণ শিক্ষিত ও ইউপি চেয়ারম্যান। আর তুমি চিকিৎসক দম্পতির গর্বিত সন্তান। তাহলে তুমি বড় হয়ে কী হবে? তাকে যতটুকু পড়াতাম, তার চেয়েও বেশি বোঝাতে চেষ্টা করতাম। বাবা-মা থেকে তোমাকে একধাপ অগ্রসর হতেই হবে।

স্বপ্নবাজ ও জগৎবিখ্যাত সফলকামী মানবদের জীবনী পর্যালোচনায় দেখা যায়, তারা সাধারণ কোনো পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ও বেড়ে উঠা। সম্প্রতি ভারতে লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী এক নির্বাচনী জনসভায় বলেছেন, 'আমার মা মানুষের বাসায় কাজ করতেন, আর আমি স্টেশনের পাশে চা বিক্রি করতাম। তাই জনগণের দুঃখ-দুর্দশা আমার থেকে কে বেশি বুঝবে?' বাল্যজীবনে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন 'বারাক ওবামা'কে সত্যিকার আমেরিকার প্রেসিডেন্টের আসনে সমাসীন করেছে। অথচ, তিনি বাল্য-কৈশোর ও শিক্ষাজীবনে অনেক সহপাঠী রেখে এসেছেন, যারা হয়তো তাঁর চেয়ে অনেক মেধাবী ও প্রাজ্ঞও ছিলেন।

একাডেমিক সার্টিফিকেটহীন বিশ্ববরেণ্য কবি কাজী নজরুল ইসলাম শুধু নিজে স্বপ্ন দেখেননি, জাতিকেও দেখিয়েছেন স্বপ্ন। আলবার্ট আইনস্টাইন সম্পর্কে তাঁর শিক্ষকের মন্তব্য ছিল, 'সে এত বোকা যে তাকে দিয়ে কিছুই হবে না, খরচের খাতায় তার নাম লিখে রাখো।' বিশ্বধনী বিলগেটস ও মাইকেল ডেলের ছিল না উচ্চতর কোন ডিগ্রি। বাস্তবিকই সফলতা স্বপ্নবাজদের দুয়ারে ঠেকে। আবার অনেক স্বপ্নভ্রষ্ট মানব স্বপ্নকে করেছে অভিসম্পাত। যা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা। কবির ভাষায়, 'যে জাতি জীবনহারা অচল অসার, পদে পদে বাঁধে তার জীর্ণ লোকাচার।' অথচ দেখুন প্রকৃতি কত অবিবেচক– অলস খুঁজে পায় না কাজ, আর পরিশ্রমী না পায় বিশ্রাম।

www.pathagar.com

বিশ্ব-ভুবনের স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি নিপুণতায় মানুষকে করেছেন ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, সাদা-কালো, আরো অসংখ্য প্রজাতির। তবে মানুষ যেভাবে তার স্বপ্নদ্রষ্টা তেমনি স্বপ্ন বাস্তবায়নের কারিগরও। অনড়-মনোবল, দৃঢ়তা আত্মবিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞা ব্যক্তিকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পৌঁছাতে পারে। এ ক্ষেত্রে মানুষের রয়েছে ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা। এ ইচ্ছা ও কর্মের ইটগাঁথুনিগুলো ব্যক্তিকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। যা অল্প বয়সে প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত স্টিফেন হকিংসকে করেছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম একজন পদার্থ বিজ্ঞানী। বিকলাঙ্গ নিউটনকে বানিয়েছে একজন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী। সততা, দৃঢ়তা, দায়িত্বের প্রতি চরম সচেতনা ওমর (রা.) কে বানিয়েছে অর্ধ-পৃথিবীর শাসক। অধ্যাপনার স্বপ্ন নিয়ে মি. বিল একান্ন বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি লাভ করে হয়েছেন কলেজের অধ্যাপক।

সাফল্য লাভের জন্য প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ়তার সাথে প্রয়োজন সঠিক দিক-নির্দেশনা। অনেক মেধাবী সঠিক দিক-নির্দেশনার অভাবে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছতে যেমনি ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি অনেক স্বল্প মেধাবী নিজেকে গড়ে তুলতে পেরেছেন উচ্চ পর্যায়ে। অন্যের মঙ্গল যাদের চক্ষুশূল, সমাজে তাদের সংখ্যা খুব বেশি কমও নয়। অন্যের সফলতায় যেমনি তারা প্রতিবন্ধক তেমনি নিজের সফলতা অর্জনেও তারা বাধা। সমাজ তাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া তো দূরের কথা নিজের জন্যও করতে পারে না তারা কিছু। বহু স্বপ্নবাজকে দেখেছি, যাদের স্বপ্ন শুধু স্বপ্নরাজ্যেই তালাবাদ্ধ। একজন স্বপ্নবাজের চাই স্বপ্ন বাস্তবায়নে পরিকল্পনা ও সুকৌশল নীতিমালা। ডেল-কার্নেগী তাঁর লেখায়, লয়েড জর্জ-এর একটি উদাহরণ টেনেছেন এভাবে, তাঁকে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল যুদ্ধের সময় উইলসন, অর্ল্যান্ত আর ক্লিমেন্সের মত নেতারা যখন বিস্মৃত আর ক্ষমতাচ্যুত হন তখন তিনি কেমন করে এত দীর্ঘকাল ক্ষমতায় আসীন থেকেছেন। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, তাঁর ক্ষমতার শীর্ষে থাকার কারণ একটাই, আর তা হল তিনি শিখেছিলেন, মাছ বুঝে চারা ফেলা চাই।

সফলতা অর্জনের অন্যতম শর্ত ব্যক্তিত্ব, যে ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে সহজেই অন্যকে কাছে টেনে নেওয়া যায়। অলসতা ও হীনমন্যতার যে অনুজীবটি দীর্ঘদিন যাবৎ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর ভিতরে ভাইরাস ছড়িয়ে দেহ ও মনশক্তিকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে তাকে জিহবা দিয়ে চেটে খেয়ে ফেলতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে তাকে খেয়ে ফেলা না হলেও সে স্বপ্নবাজের স্বপ্নগুলোকে হজম করতে সদা থাকে প্রস্তুত।

একজন স্বপ্নবাজ স্বপ্নরাজ্যে বেশি গমণ না করে বাস্তব রাজ্যে বেশি ঘোরা প্রয়োজন। স্বপ্ন দেখার সাথে তিনি ফলপ্রসূভিত্তিক ছোট-খাটো কাজ শুরু করে নিজের যোগ্যতা, মেধা ও প্রজ্ঞার যাচাই করে নিতে পারেন। একটি সৃজনশীলকর্ম আজীবন স্মৃতিময় ও জীবিত করে রাখতে পারে। আবার এটি আজীবন মেয়াদী পূর্ণতার কারণও হতে

www.pathagar.com

পারে। অথচ প্রকৃতির দাবী সময় খুবই ক্ষীণ। যা কিছু দরকার এখনই শুরু করার।

অনেক মেধাবী, যোগ্য ও প্রাজ্ঞ-স্বপ্নবাজের গল্পও শুনেছি, যাঁরা নিজেদেরকে চূড়ার দ্বারপ্রান্ত থেকে গুটিয়ে নিতে হয়েছে, ভাষার কর্কশতা ও ব্যবহারে রূঢ়তা বহু আপনজনকেও দূরে ঠেলে দিয়েছে। আসলে যে অন্যকে সম্মান করতে শিখেনি, সে কখনও সম্মানের পাত্রও হতে পারেনি।

প্রতিবন্ধীই অনেক প্রতিবন্ধীকে বড় স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করতে শিখিয়েছে যা তাদেরকে সফলতার শীর্ষেও পৌঁছিয়েছে। অনেক অন্ধ ধর্মীয় পণ্ডিতের দৃষ্টান্ত রয়েছে যাঁরা ধর্ম গ্রন্থের কোথায় কী আছে, অনায়াসেই বলে দিতে পারেন। জগৎবিখ্যাত সাহিত্যিক হোমার ও মিল্টনের অন্ধ অবস্থাতেই কাব্য রচনার রয়েছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বাস্তবিকপক্ষে, স্বপ্ন তাঁরাই দেখতে পারেন, যাঁরা ভোগে নয়, ত্যাগে বিশ্বাসী। এ জগৎ সংসারটাকে যারা ছোট করে নয়, খুব বড় করে দেখে থাকেন। যাকে তারা একই মায়ের গর্ভাশয় মনে করেন। যাঁরা জগৎকুলের সকল মানুষকে একই বন্ধনে আবদ্ধ করতে শিখে। শুধু আপন সুখে নয়, পরের সুখে-সুখী ও দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য কাজ করতে জানেন, যাঁদের স্বপ্নের ঢাল, শাখা-প্রশাখা হবে সারা আকাশ জুড়ে, শিখর হবে সারা জমিন জুড়ে। স্বপ্ন সফলতায় যারা হবেন অধ্যবসায়ী, ব্যক্তিত্বের অধিকারী, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী ও অকুতোভয় সীমান্তরক্ষী সৈনিকের ন্যায় কবির ভাষায়–

'স্বপ্ন দেখা তারই সাজে
স্বপ্ন বাস্তবায়নে যে নিঘুর্ম রাত কাটায়।'

জুন-২০১৪

www.pathagar.com

জীবন ও মৃত্যু

সম্প্রতি ঈদের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে গমনকালে আমার সহযাত্রীর ছোট ভাইয়ের সর্প দংশনে অকাল মৃত্যুর বর্ণনা শুনে জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে চেতনাবোধ হয়। মা, দুই ভাই ও এক বোনের ছোট্ট পরিবার, বাবা অনেক আগেই মারা গেছেন। ছোট সন্তানের অপমৃত্যুর বেদনা মা এখনও বয়ে বেড়ায় কবর পাড়ায় দিনের অনেকখানি। অশ্রু সংবরণ করতে পারি নি সেদিন। অজান্তেই মনে পড়ে গেল নিজের জীবনের বেদনাময় একটি দিন। জন্মের পূর্বেই দাদা ও নানাকে হারাই, সৌভাগ্য হয়নি তাঁদের আদর, স্নেহ ও সৌহার্দ্য পাওয়ার। তবে দাদী ও নানী থেকে পেয়েছি পৃথিবী উজাড় করা আদর, স্নেহ ও ভালোবাসা। নানী এখনও জীবিত আছেন। দাদী ক্ষীণ কণ্ঠে সবসময় একটি কথা বলতেন, 'আমি মারা গেলে আমার কবর পাড়ে যাবে কি ভাই!' দীর্ঘ সাত বৎসর যাবৎ দাদী প্যারালাইসিসে আক্রান্ত ছিলেন। অবশ ছিল তাঁর সম্পূর্ণ দেহ। হঠাৎ একদিন তাঁর মুমূর্ষু অবস্থার কথা শুনে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। পথিমধ্যেই তাঁর মৃত্যুর সংবাদ আসে। চার ঘণ্টার বাসের পথ সেদিন আট ঘণ্টায়ও পৌছাইনি গন্তব্যস্থলে।

আত্মীয়-স্বজনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ দিনের প্যারালাইসিসের রোগী হওয়ায় দাফনে দীর্ঘক্ষণ বিলম্ব আনা যায়নি। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, দাদীর জানাযার নামাজে অংশগ্রহণ করাতো দূরের কথা, শেষ দেখাটুকু পর্যন্তও হয়নি। দুই যাত্রীর আবেগ-উদ্বেগ প্রকাশের মধ্য দিয়েই অত্র প্রবন্ধে কলম ধরার অনুভূতি জাগা। আপনজনদের সাথে যেই ঈদ উদযাপন করার জন্য বাড়ি যাওয়া, সেই ঈদের আগের দিনই পাশের গ্রামের একজন বিদ্যুৎ দূর্ঘটনায় আপনজন থেকে চিরবিদায় নিলেন। জন্ম ও জীবন যেমনি সত্য, মৃত্যু তারচেয়েও বেশি সত্য। প্রত্যেক প্রাণ মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করবে, অনেক মৃত্যুই আছে-যা আসলে মৃত্যু নয়, বরং যে মৃত্যু তাকে আজীবন জীবিত করে রাখে। 'ভাষা সেনাপতি আবদুল মতিন নেই। কিন্তু তার দান করা চোখ ঠিকই দেখছে পৃথিবীর রং, রূপ ও সৌন্দর্য। তার দান করা কর্ণিয়া দিয়ে অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছেন ইকবাল কবীর ও রেশমা নাসরিন। তার চোখে শিক্ষক ইকবাল আবারও শিক্ষার আলো ছড়িয়ে বেড়াবেন আর রেশমা ছুটবেন মানুষকে

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য সেবা দিতে। গত ৪ঠা অক্টোবর লাইফ সাপোর্ট দেবার আগে ভাষা মতিন তার চোখ সন্ধানীকে দান করে যান, গত বুধবার মারা যাওয়ার পর কর্ণিয়া সংগ্রহ করে সন্ধানী চক্ষু হাসপাতালে ওই দুই ব্যক্তির চোখে প্রতিস্থাপন করা হয়।'

'রেশমার মা আবদুল মতিনের পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, তিনি যে মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন মৃত্যুর পরও তার স্বাক্ষর রেখে গেলেন।' (দৈনিক মানবজমিন, ১১ অক্টোবর, ২০১৪)।

অগণিত মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. পিয়াস করিম। তাঁরা মৃত নয়, দেশ ও মানুষের সেবায় সৃজনশীল জীবন তাঁদেরকে আজীবন জীবিত করে রাখবে। সমাজ থেকে তাদের এ বিয়োগ আরো অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী ও সৃষ্টিশীল জীবন সৃষ্টির সু-সংবাদও দিয়ে যায়।

বাস্তবিকই ওই মৃত্যুই স্বার্থক, যে মৃত্যু বারবার তার জীবনকে স্মরণীয় করে রাখে। যে জীবন সাধনার নয়, ত্যাগের নয়, পুণ্যতার নয়– সে জীবন নিরর্থক, ভোগ-বিলসিতার। যে জীবনে কোনো প্রাপ্তি নেই। প্রাপ্তি শুধু এতটুকুই, যতদিন প্রাণ ছিল, মৃত্যুই তার সকল প্রাপ্তি ধুলিস্যাৎ করে দেয়। এ জীবনকে বাস্তবিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী। তিনি লিখেছেন, 'বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়, তাই বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন। মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটা-সোটা করে গড়ে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়, তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়, নইলে তার জীবন অসার্থক থেকে যাবে।'

অনেক হতভাগা জীবন সংগ্রামে নিজেকে সফলতার চূড়ায় পৌঁছানো দূরের বিষয়, পারিপার্শ্বিকতা ও বিভিন্ন প্রতিবন্ধিকতায় জীবনকে দিয়েছে বিসর্জন। যা আত্মার অবমাননা ও ধর্ম কর্তৃকও বারিত, তথা– আত্মহত্যা। তাও মৃত্যুর একটি ধরন। বিশ্বখ্যাত মনোবিশ্লেষক-মনোচিকিৎসক সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতে, 'মানুষের মধ্যে অবচেতন থাকে মৃত্যু প্রবৃত্তি।' পরিবেশ পরিস্থিতির প্রভাবে এই মৃত্যু প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আর তখনই 'মরিবার সাধ' হয় তার । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় আটলাখ মানুষ আত্মহত্যা করে।

পুলিশ সদর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত সারা দেশে ৬,৪৯২ জন আত্মহত্যা করেছেন। গত বছর ১০,১২৬ জন আত্মহত্যা করেছেন। ২০১২ সালে এ সংখ্যা ছিল ১০,১০৫। ২০১১ সালে আত্মহত্যা করেন ৯,৬৩২ জন। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে বাংলাদেশের আত্মহত্যার পরিস্থিতির এক ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। আত্মহত্যায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান

www.pathagar.com

দশম, যা ২০১১ সালে ৩৮তম। বিশ্বের প্রায় সব দেশে নারীর তুলনায় তিন-চার গুণ বেশি আত্মহত্যা করে পুরুষ। কিন্তু বাংলাদেশে আত্মহত্যাকারীদের ৬০ ভাগই নারী। (দৈনিক মানবজমিন, ১৮ই অক্টোবর, ২০১৪ইং)

সম্প্রতি ভারতের অন্ধ্র ও উড়িষ্যা রাজ্যে ঘূর্ণিঝড় হুদহুদের আঘাতে অনেকগুলো জীবনকে নাশ করে দিয়েছে। রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ছয় বছরের শিশু মায়মুনাকে নৃশংসভাবে হত্যা ইত্যাদি। কখনও বা বিভিন্ন প্রতিহিংসার শিকার মানুষের জীবনের নাশ ঘটে। এ মৃত্যু থেকে রয়েছে জীবিত সকলের জন্য শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত। এখন প্রশ্ন, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই কি মানুষের জীবন বিন্যাস শেষ? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে যারা অন্যের দ্বারা অত্যাচার, নির্যাতন বা হত্যার শিকার হয়েছে, বিচারিক আদালতে যদি তার বিচার নাই হয়ে থাকে, তাহলে অত্যাচারের শিকার ব্যক্তি কি কোনো প্রতিকার পাবে না? বা অপরাধী কি কোনো সাজা পাবে না ? তাহলে সমাজে আরো বেশি বিশৃংখলা হবে ও রাষ্ট্র গড়ে উঠবে, 'জোর যার মুল্লুক তার'-এর ভিত্তিতে। একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ ব্যবস্থার জন্য যা অনাকাঙ্ক্ষিত।

অনেকেই ধারণা করে ও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুই মানুষের জীবনের শেষ স্তর। মৃত্যুর পর মানুষ মাটির সাথে মিশে যাবে। কিন্তু ধর্মীয় গ্রন্থে মৃত্যুর পরবর্তী যে অনন্ত জীবনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, 'দুনিয়ার (মৃত্যু পূর্ববর্তী) পুরো জীবন পরকাল (মৃত্যু পরবর্তী) জীবনের এক একটা দিনের সকাল বেলা বা সন্ধা বেলার সমান' তাদের ধারণার ব্যতিক্রমে মৃত্যুর পরের জীবনে শুরু হলা, তখন তাদের কি হবে? যে জীবনের কোনো সময় বা মেয়াদ নেই। আধুনিক বিজ্ঞানও প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে, মৃত্যুর পরে জীবন আছে। বার্লিন প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত কিছু মনোবিজ্ঞানী এবং মেডিকেল ডাক্তারদের একটি দল চিকিৎসা বিজ্ঞানের তদারকির মাধ্যমে মৃত্যু নিয়ে কিছু অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটি গবেষণার পর তারা প্রমাণ করতে পেরেছেন যে মৃত্যুর পরেও জীবনের কিছু ধরন আছে।

এই গবেষণায় দেখা গেছে, একজন মানুষকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাধ্যমে মেরে ফেলার ২০ মিনিট পরেও তাকে আবার জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। গত চার বছর যাবৎ ৯৪৪ জনের উপর এই গবেষণা চালানো হয়। এই পদ্ধতিতে এপিনেফ্রিন ও ডাইমেথিলট্রিপ্টামিন ঔষধ এ মিশ্রনের মাধ্যমে মেরে ফেলা হয় এবং কোন প্রকার ক্ষতি ছাড়াই আবার মৃত সেই ব্যক্তিকে তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

সাদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জানান, প্রায় দু'হাজার মানুষের উপর তারা পরীক্ষা চালিয়েছেন। ওই পরীক্ষায় তারা 'প্রায় মৃত' রোগীদের কথা লিপিবদ্ধ করেন

www.pathagar.com

যাদের ৪০ শতাংশ মৃত বলে ঘোষিত হন এবং পরে তাদের জ্ঞান ফেরত আসে। এরা প্রত্যেকেই জানান এই সময়টুকু অভিজ্ঞতা তারা ধরে রেখেছেন। তারা জানেন সে সময়টুকু তে কী কী ঘটেছিল।

মৃত্যু স্বার্থক ও সফল হবে যখন জীবনটা হবে উৎপাদনশীল। যে জীবন তৈরি করতে ও গড়তে জানে। কিন্তু জীবনতরীতে অনেককে সম্মুখীন হতে হয় বিভিন্ন বাস্তবতার। অনেক গরীব-অসহায় ও নিরাপরাধকে বিনা বিচারে বা বিচারপূর্বে অর্থাভাবে দীর্ঘদিনও জেল জীবন কাটাতে হয়েছে। যা তার উৎপাদনশীল জীবনকে বাধাগ্রস্থ করেছে। বিদেশি নাগরিকদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। 'সাজার মেয়াদ শেষ হলেও আইনি জটিলতায় পড়ে নিজ দেশে ফিরতে পারছে না দেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দী প্রায় ৩০০ ভিনদেশি নাগরিক, এমনকি কারাগারে আটক বিদেশি কোনো নাগরিকের মৃত্যু হলেও তার লাশটি পর্যন্ত ফেরত দেওয়া যাচ্ছে না। সম্প্রতি কারা কর্তৃপক্ষ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সাজার মেয়াদ শেষ হওয়া এসব বিদেশির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে যোগাযোগ করেছে। কিন্তু বেশিরভাগ দূতাবাস এসব বন্দীর নাগরিকত্ব অস্বীকার করায় দেখা দিয়েছে জটিলতা। (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১১ অক্টোবর, ২০১৪)

একইভাবে পত্রিকাটির অন্য প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বিদেশে শিরচ্ছেদ ফাঁসির অপেক্ষায় রয়েছে ৩৪ জন বাংলাদেশি, আরো ১২ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয় এ আলিঙ্গন কখনও হয় সফলতার মধ্য দিয়ে, আবার কখনও বা ব্যর্থতা নিয়ে। এ জীবন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়েই শুরু হয় আরেক জীবন যে জীবন অনন্ত, অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী।

নভেম্বর, ২০১৪

www.pathagar.com

চিন্তা ও ঐক্যের শক্তি

মানবজাতির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ 'বিবেক'। যে সম্পদের জন্য স্রষ্টা তাদেরকে সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ট আসনেও সমাসীন করেছেন। এটি যেমনি মানবের সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি, তেমনি পরীক্ষাও। একই মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেও সমাজে দুই ভাইয়ের অবস্থা ভিন্ন পর্যায়ের। বাল্যকালের এক সাথের খেলার সাথী কর্মজীবনে বাস্তব অবস্থান ভিন্ন রকমের। যদিও এক কথায় উত্তর করা যায়, সবইতো স্রষ্টার লীলাখেলা। বাস্তবতাও এখানেই, সেজন্যই রোজ কেয়ামতে স্রষ্টা তার আদরের সৃষ্টি মানবকুলকে ভালো ও মন্দ নামে দুই ভাগ করে দেবেন। এখন প্রশ্ন এ দ্বিখণ্ডিত করার মানদণ্ডটি কি? আগেই বলেছি, প্রত্যেক মানুষই কম-বেশি জ্ঞান বুদ্ধি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে। তবে এ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকর ধারকে আরো শাণিত ও ঘষা-মাজা করতে পারে যেটি তার নাম 'চিন্তা'।

যাদের চিন্তার জাল খুব বেশি গভীরে গ্রথিত নয়, সাময়িক পাওয়াতেই যারা তুষ্ট, পৃথিবীকে আবাদ করার জায়গা তাদের নয়। একই কাজ কেউ করে এক ঘণ্টায়, কেউ-বা নেয় বিশ ঘণ্টা। যার চিন্তার শিকড় যত বেশি গভীর ও মজবুত হবে, তার চিন্তার শাখা-প্রশাখা তত ফলপ্রসু হবে। যারা সম্ভাব্য অনেক কিছু পাওয়ার আশায় অল্পতে তুষ্ট থাকে না। পৃথিবীটাকে শুধুমাত্র ভোগ্য উপজীব্য মনে না করে, চিন্তার ঢালকে আরো প্রসার করে। চিন্তাশীল মানব শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা করে না। বরং পৃথিবী ও মানবজাতিকে নিয়ে চিন্তা করে। সম্প্রতি চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির বাস্তব নজীর দেখিয়েছে স্বেচ্ছাসেবক কর্মী আবু বকর, আব্দুল মজিদদের তৈরি ক্যাচার দিয়ে ঢাকার শাহজাহানপুরে পানির পাম্পের পাইপের ২৩৪ ফুট নিচ থেকে শিশু জিহাদকে উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

চিন্তার গণ্ডি যত সংকীর্ণ হবে, দুশ্চিন্তা তত বেশি গ্রাস করবে। স্বার্থপরতা, অলসতা, জীর্ণতা, ক্লান্তি সেখানে জয় হবে। স্বার্থপরের চিন্তার গণ্ডি নিজের স্বার্থের মাঝেই ঘুমিয়ে থাকে। সেটি আর বিকশিত হয় না। দেখুন, যে চিন্তা করে দশ পয়সা দান করবে, বেশি না হোক অন্তত সমপরিমাণ অর্থ উপার্জনের জন্য হলেও তার চিন্তার

www.pathagar.com

পরিধির বিস্তৃতি ঘটায়। কিন্তু স্বার্থপরতো দু'পয়সা নিয়েই মহাতুষ্ট। আবার বহু চিন্তাশীলকেও দেখিছি ঘুমঘোরে চিন্তার দানা বাঁধতে, যে চিন্তা তাকে পরিত্রাণ দেয়নি, বোঝা করে রেখেছে। রাতে ঘুমানোর পূর্বেই যে পরের দিনের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে পারেনি, প্রতিযোগিতার মাঠে একধাপ পিছিয়ে দিবে তার থেকে- যে তার জুতা দুটোকে গুছিয়ে রেখেছে এমনভাবে, ঘুম থেকে উঠেই যেন জুতা খুঁজতে গিয়ে এক সেকেন্ডও না হয় নষ্ট।

একই পৃথিবীর আলো-বাতাস গ্রহণ করে একজন যে দেশের রাজা, অন্যজন সে দেশেরই প্রজা। মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস একাধারে ১৩ বছর যাবৎ পৃথিবীর সর্বোচ্চ ধনী ব্যক্তি ছিলেন। অথচ বিল গেটসের শিক্ষাগত জীবনে তাঁর থেকেও মেধাবী অনেক সহপাঠী ছিলেন যারা তার প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগটুকু মাত্র পেয়েছিলেন। সুচিন্তিত পরিকল্পনা তাকে এ পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে। ড. মাহাথির মোহাম্মদ মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান হয়েই ক্ষান্ত হননি। মালয়েশিয়াকে বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপন করেছেন একটি নমুনাস্বরূপ।

যে তার সাড়ে তিন হাত শরীরকে জানতে, বুঝতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। নিজের ভালো-মন্দ ও লাভ-লোকসানের অংক কষতে শিখেনি। তার পক্ষ থেকে জগৎ ও জগতবাসী নিয়ে চিন্তা করাও কঠিন। যার নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা নেই, দৈনন্দিন সময় ব্যয়ের নিজস্ব রুটিন নেই, বন্ধু-বান্ধবের রুটিনই তার রুটিনে পরিণত হয়। পৃথিবীকে যারা জয় করেছে তাদের জীবনকে নির্দিষ্ট ফ্রেমেই অতিক্রম করতে হয়েছে। লোভ-লালসা, আরাম-আয়েশসহ ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কিছুই তাদেরকে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। আত্মতৃপ্তিই ভোগ্য হয়েছিল যাদের। যে তৃপ্তি তাদের বৃহৎ লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে ব্যক্তিগত সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট, আফসোসকে ম্লান করে দিয়েছে।

জীবনের প্রত্যেকটা গতি ও পথ চিন্তাশীলদের একেকটা অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ক্ষেত্র। যা তার চিন্তার জগতকে আরো প্রসার করে। অনেককে বিভিন্ন কারণে স্বল্প থেকে দীর্ঘমেয়াদে পর্যন্ত কারাবরণ করতে হয়েছে। যা ব্যক্তির স্বাভাবিক কর্মজীবনকে যদিও সাময়িক অচল করে দেয়, তবুও তার চিন্তার জগতকে এক ধাপ এগিয়ে দেয়। নিরাপরাধ হয়রানির শিকার ব্যক্তি বাস্তবতা বুঝতে শিখে, মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখার অনুপ্রেরণা পায়। সময়ও জীবনের মূল্য উপলব্ধি চিন্তার দারকে আরো উন্মুক্ত করে । দুনিয়ার কারাগারে দিন-মাস-সময় গণনা করে একদিন বের হওয়ার সুযোগ থাকে। কিন্তু পরজগতের অনন্তর্বাস থেকে বের হওয়ার সুযোগ থাকে না, যা ব্যক্তির চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

যে রক্ত-মাংস হালাল ভক্ষণ দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, সে রক্ত ও মাংস নির্যাসিত চিন্তা হবে কল্যাণময়। পৃথিবীময় পরিভ্রমণ উন্মুক্ত পরিবেশ, আবহাওয়া তথাপি স্রষ্টার

www.pathagar.com

সৃষ্টিতে চিন্তাশীলদের রয়েছে আত্মার খোরাক। যা সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক। পরিকল্পনা যে কোনো-কর্ম বাস্তবায়নে অর্ধেক-ভূমিকা রাখে। সেজন্য কাজের বোঝাও সকলে সমভাবে বহন করতে পারে না। পরিকল্পনা গ্রহণে চিন্তাশক্তি যার যত গভীরে গ্রথিত, কাজের বোঝাও সে ততবেশি বহন করতে পারে। এ জন্য চিন্তাহীন ব্যক্তির নিকট পৃথিবীর ঘর-সংসার, পরিবার-পরিজন এক বড় আপদ। চিন্তাহীন কর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তাদের। আবার এমন চিন্তাও কাম্যও নয়, যা তাকে ঘর সংসার থেকে অনেক দূরে ঠেলে দেয়, পরিবার-পরিজনও আপন নিবাসকে ভুলিয়ে দিবে ।

চিন্তাশীল মানবরাই পারে যেকোনে জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে অনেক দূরে এগিয়ে নিতে। চিন্তার সাথে যখন ঐক্যের শক্তির সমন্বয় ঘটবে, সমাজ হবে আরও সুন্দর, স্বচ্ছ ও ফলপ্রসূ। ঐক্যের শক্তি হবে এরকম 'যে কোনো গতিকে যেমনি এটি থামিয়ে দিতে পারে, তেমনি নির্জীব কোনো জায়গায় গতির সঞ্চালনও করতে পারে।'

পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত ঐক্যের শক্তি একটি বৃহৎ শক্তি। সম্প্রতি যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে পরিণত হচ্ছে। সংসার জীবনে বাপ-ছেলে, ভাইয়ে-ভাইয়ে সামান্য অজুহাতে ঠুনাঠুনি, ভেঙ্গে যাচ্ছে সংসার। অথচ পরিবারই হচ্ছে শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। সমাজ জীবনেও ঘটছে একই কাণ্ড, যেখানে পরিবার ও সমাজ জীবনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না, সেখানে রাষ্ট্রীয় জীবনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হবে কিভাবে? যে কোনো পরিবারে ঐক্যের ঘাটতি তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর সুযোগ করে দেয়, যা পরিবারটিকে ধ্বংসের দিকে আরো একধাপ অগ্রসর করে। ঐক্যের শক্তি অনেকের কাছে আবার ঈর্ষণীয়। যারা কোনো সমাজ বা জাতির সফলতাকে ভালো চোখে দেখতে অভ্যস্ত নয়, তারা বারাবার ফাঁদ আঁকে ঐক্যের শক্তিকে নষ্ট করতে।

মুষ্ঠিমেয় জনগোষ্ঠীকে নিয়ে যাঁরা বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য জয় করেছিলেন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই ছিলো– তাদের প্রধান হাতিয়ার। বড় আফসোসের বিষয়, যখনই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার সফলতার কোনো ঘ্রাণ কানে আসতে থাকে সেখানে মাঝে মাঝে ভাঙ্গনের গুঞ্জনও উড়তে থাকে। আবার অনেক পরিবারেও দেখেছি বহু যুগ পেরিয়ে যা এখন বৃহৎ যৌথ পরিবারের দৃষ্টান্তও রেখেছে। সেখানে নেই কোনো মান-অভিমান, অভিযোগ।

ঐক্যের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে, একে অপরকে মেনে না নেওয়ার প্রবণতা, হিংসা, লোভ ও বড়ত্ব। বৃহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যে অভ্যাসগুলোর জলাঞ্জলি দেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সুচিন্তিত অভিমত মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে। মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ড. আল্লামা ইকবালের 'খুদী দর্শন' তৎকালীন

www.pathagar.com

ভারতীয় উপমহাদেশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১-এর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার বদৌলতে 'বাঙ্গালি' স্বতন্ত্র জাতি ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বময় জানান দিতে সক্ষম হয়েছে।

প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানরা জগৎ-সংসারকে খেলাধূলা ও অবহেলা মনে না করে স্বীয় চিন্তা ও বুদ্ধির জালকে বিস্তীর্ণ করে বৃহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সবটুকু বিলিন করে দিতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না।

জানুয়ারি ২০১৫

www.pathagar.com

সংস্কৃতি ও আমরা

সংস্কৃতির মাধ্যমেই একটি দেশ, সমাজ ও জাতিকে অন্য জাতি থেকে আলাদা করা যায়। কিন্তু সেই সংস্কৃতিই যদি হয় অন্য সংস্কৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ। তাহলে সেখানে থাকে না কোনো স্বতন্ত্রতা, স্বচ্ছতা ও স্বকীয়তা। যেখানে প্রয়োজন নিজের সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে বিশ্ব দরবারে জানান দেওয়া। সেখানে নিজের সংস্কৃতিকে অন্য সংস্কৃতিতে বিলীন করে দেওয়া নিছক হীনমন্যতা, বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। যদিও সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞায় আজ পর্যন্ত দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদ ও মনীষীরা একমত হতে পারেননি। তবুও সমাজতত্ত্ববিদ ম্যাকলভারের ভাষায়, সংস্কৃতি হচ্ছে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। আমরা প্রতিদিন যে ভাবনা চিন্তা করি এবং শিল্প সাহিত্য ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে সব কর্মপন্থা অনুসরণ করি আর আমোদ-প্রমোদ ও জীবন উপভোগের জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করি, সংস্কৃতির মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটে। মূলত ব্যক্তি বা জাতির ভাষা সাহিত্য, আচার- আচরণ, কর্ম, অভ্যাস, রুচিবোধ ইত্যাদি যা আছে তাকে ঘষামাজা করে আরো রুচিশীল, মার্জিত ও শালীন করার প্রচেষ্টাই হলো সংস্কৃতির চর্চা। অনেকেই আবার সংস্কৃতির সাথে ধর্মের একটু বিরোধ তৈরি করতে না পারলে মনে করেন, সংস্কৃতি সাধনার পূর্ণতাই পাওয়া যায় না। যা নিতান্তই গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা। অথচ সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজের ভিতরকার সকল সংকীর্ণতা দূর করে নিজেকে আগে চেনা, আমি কে? কোথা থেকে এসেছি, কোথায় আমাকে যেতে হবে, কি আমার উদ্দেশ্য, নিজের ভিতরে স্বীয় স্রষ্টাকে জাগ্রত করা ও চিনতে চেষ্টা করা। সকল বন্ধাত্মকে মুক্ত করে বিশ্বপানে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেওয়া। সংস্কৃতিবান মানুষ মানবতার সেবা ও সমাজ উন্নয়নে নিজেকে এমনভাবে নিয়োজিত করে, কোনো প্রকারের মোহ, স্বার্থপরতা তাকে গ্রাস করতে পারে না। এবং নিজের বলতে তার কিছুই থাকে না।

কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এখানেই, আমাদের ছোট্ট শিশু-মনিরা মনের ভাব-প্রকাশের মাধ্যমটুকু ভাষাকে যখন ভিনদেশীয় সংস্কৃতির মাধ্যমে গ্রহণ করে, আরো পরিতাপের বিষয়– আমাদের অভিভাবকেরা যেন শিশুদের স্বদেশীয় সংস্কৃতির চর্চা

www.pathagar.com

করাতে হীনমন্যতা ও লজ্জাবোধ করেন। সংস্কৃতি চর্চার অনেক প্রাণপুরুষকেও এক্ষেত্রে নীরব দর্শকের কাতারে দেখা গেছে।

সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রে কবি জসিম উদ্দিনের 'কবর' ও আল-মাহমুদের 'খড়ের গম্বুজ' কবিতার মত প্রেম-ভালোবাসা, আবেগ, শোক, আবহমান গ্রাম-বাংলার মানুষের সুখ-দুঃখ ইত্যাদির চিত্রায়িত করার পরিবর্তে এখনকার সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে উঠেছে প্রেম-ভালোবাসার নামে বেহায়াপনা ও নোংরামী। যা আমাদের সংস্কৃতিকে করেছে কলুষিত। আকাশ-সংস্কৃতির পাল্লায় দৌড়াতে গিয়ে হারিয়েছি আপন সংস্কৃতিকে। পাঞ্জাবি-পায়জামা, শাড়ি-লুঙ্গি ইত্যাদির পরিবর্তে আঁট-শাট ও স্বল্প-বসনা আজ গ্রাম বাংলায়ও ঠাঁই নিয়েছে।

আমাদের সাংস্কৃতিকে দারুণভাবে আঘাত হানতে শুরু করেছে 'পাশ্চাত্য সংস্কৃতি'। নাইট ক্লাব, ডিজে পার্টিতে নেশার আড্ডার সাথে দেহ ব্যবসা ছড়িয়েছে রাজধানীসহ সারাদেশে। কেবল অনৈতিক কাজই নয়– হেরোইন, গাঁজা, মদ, ইয়াবাসহ সব রকমের মাদক ব্যবসা। দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার ১২ অক্টোবর ২০১৪ এর 'বিপথগামী তরুণ প্রজন্ম' শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সরকারের সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার রহস্যজনক নিরবতার সুযোগে রাজধানীর প্রায় ৭৫টি স্পটে ৪ শতাধিক হোটেল ৩২ সহস্রাধিক বাসা-বাড়ি ও ফ্ল্যাটে চালিয়ে যাচ্ছে জমজমাট দেহ ব্যবসা। আর এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে বিভিন্ন স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।'

প্রযুক্তির অপব্যবহার আমাদের সংস্কৃতি শেষটুকুর উপরও কালো হাত বসিয়েছে। গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত ছোট বড় প্রায় সকলেই এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। যে প্রযুক্তির ব্যবহার হওয়ার কথা ছিল আমাদের সংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে ফুটিয়ে তোলা। ছোট্ট শিশু তার দেশ, দেশের মাটি ও মানুষকে চিনবে, দেশের ঐতিহ্যকে ধারণ করবে। কিন্তু সেখানে সে তার সংস্কৃতির সাধনা শুধু করে পর্নোগ্রাফির মধ্য দিয়ে। অবলা-অবুঝ মন তখন অপসংস্কৃতি জানতে বুঝতে ও ধারণ করতে শেখে।

যেকোনো সাংস্কৃতিকে স্ব-জাতীর মাঝে উপস্থাপনের অন্যতম মাধ্যম 'মিডিয়া'। শহর থেকে শুরু করে গ্রাম-বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিটি ঘরে যা পৌঁছিয়েছে। যে টেলিভিশনের কাজই হলো ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে জাতির সামনে তুলে ধরা। সেখানে সংস্কৃতি চর্চার নামে এমন কিছু নাটক, সিনেমা তৈরি হচ্ছে যা শুধু অপ-সংস্কৃতির জন্মই দেয় না, এর কুপ্রভাবও পড়ছে আমাদের সমাজ জীবনে। ভিনদেশি নাটক সিনেমা সম্প্রচার, যা শুধু আমাদের সংস্কৃতিকে অপমানই করে না, উপযোগিতা কমাচ্ছে দেশীয় সংস্কৃতির চর্চাকে।

www.pathagar.com

আমাদের সমাজ এই অপসংস্কৃতিকে ধারণ করতে গিয়ে পারস্পরিক ভালোবাসা, সহমর্মিতা, বিশ্বস্ততা ও নৈতিকতা হারাচ্ছে, ফলশ্রুতিতে সমাজ জীবনে ফাটল ধরাচ্ছে ও আঘাত হেনেছে বারবার।

সংস্কৃতি হতে হবে স্বনির্ভর। ধার করা সংস্কৃতি কাল-পরিক্রমায় আসল সংস্কৃতিকে মুছে দিতে পারে। যা কাম্য নয়, জাতি হিসেবে অপমানকর। রবার্ট রেডফিল্ড (১৯৫৬) মনে করতেন, পৃথিবীতে কিছু আদিম গোত্র বাস করে, যারা স্বনির্ভর এবং যাদের বাইরের জগৎ থেকে কিছুই নিতে হয় না। ফলে তাদের সংস্কৃতিও স্বনির্ভর। তিনি বলেন, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের গোত্রাদি বিশেষ করে 'জারওয়া' গোত্র যারা তখনও অন্য জাতির সংস্পর্শ পায়নি, তাই তারা স্বনির্ভর।

একই জাতিসত্তা হওয়া সত্ত্বেও গ্রামীণ ও নগরবাসীর মাঝে রয়েছে সংস্কৃতিগত ব্যাপক পরিবর্তন। গ্রামীণ জীবনে পাড়া-প্রতিবেশি হিসেবে পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা, সৌহার্দ্য আন্তরিকতা ও সহযোগিতার যে সম্পর্ক রয়েছে শহুরে জীবনে তা অনুপস্থিত। এখানে প্রত্যেকে আত্মকেন্দ্রিক, অনেকটা বলা যায় স্বার্থপরের মতো। বাস্তবতা এমনই, একই বাড়ির পাশাপাশি বসবাসরত দুই ফ্ল্যাটের এক পরিবার অপর পরিবারকে চেনে না জানে না। এমন কি জানার আগ্রহও প্রকাশ করে না। কেউ কারও বিপদে এগিয়ে আসার দৃষ্টান্ত কমই পাওয়া যায়। শহরের অধিবাসীদের মাঝে ভিনদেশীয় সংস্কৃতির প্রভাব অত্যধিক। আবার শহুরে জীবনেও বৈচিত্রতা লক্ষণীয়। এখানে যেমনি রয়েছে উচ্চ পরিবার তেমনি রয়েছে সর্বনিম্ন পরিবারও, যা তাদের বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহারেও পার্থক্য সৃষ্টি করে।

আমাদের সংস্কৃতিতে আরেক থাবা গ্রাস করেছে স্বল্প সময়ে ধনী হওয়ার মানসিকতা। বিলাসবহুল গাড়ি-বাড়ি ও আসবাবপত্র না হলে যেন সমাজে টিকে থাকাই ব্যর্থ। এ প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে গিয়ে সমাজে সর্বস্তরে চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, মাদক-ব্যবসা, চোরাচালান ইত্যাদি যেমনিভাবে বেড়েছে, তেমনি শিক্ষিত উচ্চশ্রেণির লোকেরা জড়িয়ে পড়েছে সুদ, ঘুষ ইত্যাদি অনৈতিক কর্মকাণ্ডে। সুস্থ সংস্কৃতির জন্য প্রয়োজন নৈতিকতা ও সুস্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। অবৈধ ও অনৈতিক আর্থিক কর্মকাণ্ডের জন্য সাময়িকভাবে ব্যক্তি লাভবান হলেও সমাজের অন্য লোকদের ক্ষতি সাধন হয়। তবে হ্যাঁ, আমাদের সংস্কৃতিতে ভিনদেশীয় প্রভাব যেমনি বেড়েছে, তেমনি জ্ঞান-বুদ্ধি, কলা-কৌশল ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের প্রবাহও লেগেছে। এক্ষেত্রে আমাদের সংস্কৃতির সাধক ও সংস্কৃতবানদের আরো এগিয়ে আসতে হবে। যাতে আমরা সংস্কৃতির স্বকীয়তায় বিশ্বদরবারে নিজেদেরকে আলাদা পৃথক জাতি হিসেবে পরিচয় দিতে সক্ষম হই।

ডিসেম্বর ২০১৪

www.pathagar.com

চলচ্চিত্র : শিল্প না বাণিজ্য

একটি দেশ, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের পরিচয় বহন করে ঐ দেশীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্রের উপর ভিত্তি করে, কিন্তু সম্প্রতি আমরা এগুলোকে শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেই বেছে নিয়েছি। অথচ জীবন ঘনিষ্ঠ সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন করাও সম্ভব। যার বাস্তব উদাহরণ, পৃথিবীর সেরা চলচ্চিত্রের দেশ 'জাপান'। জাপানি চলচ্চিত্রকারদের মতে, অর্থের মোহে শিল্পহীন যৌন আবেদনময়ীতার উর্ধ্বে থেকে শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র গোটা সমাজের চেহারা বদলাতে পারে।

১৬৪৫ সালে জার্মান বিজ্ঞানী 'আথানাসিউস কিরখের' আবিষ্কার করলেন 'ম্যাজিক লণ্ঠন' স্বচ্ছ একটা মাধ্যমের ওপর ছবি এঁকে সেটাকে লেন্সের মাধ্যমে পর্দায় প্রতিফলিত করাই ছিল এর মূল নিয়ম। এভাবে ক্যামেরা বা ফিল্ম তৈরির আগে প্রজেক্টর মেশিনের আদি সংস্করণ শুরু হয়। সমগ্র ইউরোপ জুড়ে অষ্টাদশ শতকে চললো নানারকম গবেষণা। পরে ১৮১৬ সালে ফরাসি রসায়নবিদ নিসেফোরে নিপসে প্রথম ফটোগ্রাফ তুললেন। জোসেফ প্লেটে ১৮২৪-এ বেলজিয়ামে আবিষ্কার করলেন প্রথম ক্যামেরা শাটার। পরবর্তীতে ১৮৩০ সালে বৃটিশ বিজ্ঞানী ফক্স ট্যালবট প্রথম ফটো নেগেটিভ তৈরি করলেন। মূলত এভাবে ক্যামেরা ও ফিল্ম তৈরির কার্যক্রম শুরু হয়। সর্বশেষ ১৮১৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর ফরাসি দু'ভাই অগুস্ত লমিয়ের (১৮৬২-১৯৫৪) ও লুই লমিয়ের (১৮৬৪-১৯৪৮) আর্কল্যাম্প প্রজেক্টর দিয়ে প্যারিসে নিজেদের তৈরি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। এভাবেই এ উপমহাদেশে চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু।

চলচ্চিত্র সংস্কৃতির জোগান দেয়, সে মানুষের আত্মার খোরাক পূরণের সাথে সাথে মনের রাজ্যে এমন বিপ্লব সৃষ্টি করে যে, সে মানুষকে ধ্যান-ধারণা ও চিন্তার জগতে পরিবর্তন সাধন করে যার বাস্তব প্রভাব পড়ে ব্যক্তি থেকে সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তবে শিল্প বিবর্জিত নিছক বাণিজ্য, চলচ্চিত্রের শুধু মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত করবে না, বরং সমাজকে করবে কলুষিত। কেন না 'শিল্প মানুষের জন্য, মানুষের জীবন থেকেই যার নির্যাস।' কাজেই শিল্পের প্রধান মাধ্যম চলচ্চিত্র।

www.pathagar.com

চলচ্চিত্র যেমনভাবে একটি শিল্প তেমনিভাবে বাণিজ্যও। কিন্তু অতি বাণিজ্যিকীকরণ চলচ্চিত্রকে অশ্লীলতা ও যৌনতা এতটা গ্রাস করে ফেলেছে যে, পরিবারের সকলে মিলে এখন আর এক সাথে বসে দেখতে পারে না। সিনেমা হলগুলোতে অশ্লীলতা প্রধান মূলধন হয়ে দাঁড়িয়েছে, ফলশ্রুতিতে নিম্নবিত্ত, রিকশাওয়ালা, খেটে খাওয়া মজুরেরা হয়ে পড়েছে এর প্রধান দর্শক। উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত শ্রেণিরা হল বিমুখ। এছাড়াও বিভিন্ন ছায়াছবির প্রচারণাস্বরূপ অশ্লীল পোস্টারের সহিংসতা নারীদেরকে এমন উপস্থাপন করা হয়, যা শুধু আমাদের তরুণ প্রজন্মের উপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়ে না, নারী জাতির মানহানিও ঘটায়। যেখানে নারীকে খুব তুচ্ছভাবে উপস্থাপন করা হয় যা আমাদের জন্য খুবই দুঃজনক। অথচ 'নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন' নারীর সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, নারীকে উপস্থাপন করেছেন অর্ধাঙ্গী হিসেবে। ডরেথির মতে, যৌন আবেদন দ্বারা পুরুষকে জয় করাই নারীর জন্য চূড়ান্ত বিজয় নয়, পুরুষের মতো নারীর জীবনও কর্মময় ও উদ্দেশ্যবহুল। আজকের নারী মুক্তি আন্দোলনের সাথে যারা জড়িত তাঁদেরও এ বিষয়টি ভাবিয়ে তোলা উচিত নারীজাতি মানে আমার মায়ের জাতি। যে মায়ের উছিলায় পৃথিবীর আলো-বাতাস গ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছে। নারীকে সম্মান করতে জানা ও শেখা মানে আমার মাকে সম্মান করা।

চলচ্চিত্রের এ বেহাল দশা অতীতে না থাকলেও নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝিতে শুরু হয়। ২০০০ সাল থেকে এই অবস্থা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে সাধারণ মানুষ সিনেমাতে যে সংস্কৃতি ফুটে ওঠে, তা নিজের বাস্তব জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা করে। ফলশ্রুতিতে চলচ্চিত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে সমাজ জীবনে পারিবারিক বন্ধন গড়া ও অটুট থাকার পরিবর্তে ভাঙতে শুরু করে। বর্তমান চলচ্চিত্র স্বাভাবিকভাবে প্রেম নির্ভর। সেখানে যদিও প্রেমকে পবিত্র বলে উপস্থাপন করা হয়। অথচ বিবাহের পূর্বে প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে অবৈধ সম্পর্ককে বৈধ ভাবে উপস্থাপন করার দৃষ্টান্তও রয়েছে। ফলে আমাদের সমাজের কোমলমতি ছেলে-মেয়েরা তাদের বাস্তব জীবনে সে প্রেম কাহিনী রপ্ত করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে অনেককেই। সম্প্রতি ১৬ ডিসেম্বর'১৪ ইং তারিখে দু'টি জাতীয় দৈনিক 'প্রথম আলো' ও 'মানবজমিন'র প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী প্রেমের জের ধরে নবম শ্রেণির স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী হাসির আত্মহত্যা। যার রয়েছে আরো অসংখ্য বেদানাদায়ক দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি অশ্লীল ছবি প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের জোয়ার উঠছে। তবুও অশ্লীল ছবি থেমে নেই। চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে জড়িত অসাধু ব্যবসায়ীরা 'সেন্সর বোর্ড'র সার্টিফিকেট লাভের জন্য কিছু কাঁটছাট করে সার্টিফিকেট নিয়ে অশ্লীল ছবি ঠিকই প্রদর্শন করছেন।

অথচ এফডিসি'র জন্ম হয়েছিল ভালো ছবি নির্মাণের সংকল্প নিয়ে ১৯৫৭ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে প্রণীত এফডিসি (ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট

www.pathagar.com

কর্পোরেশন) বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আর ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রি সরকার দেশি-বিদেশি অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে সুস্থ ধারার সংস্কৃতি ও মানুষের মনন বিকাশে কাজ করে।

অসুস্থ ধারার এ সংস্কৃতিতে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনতে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতাবোধ জাগ্রত করা দরকার। এবং চলচ্চিত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নোক্ত যেসব আইন আছে সেগুলোকে কার্যকর করা "The censorship of films Act-1963", The Bangladesh Censorship of films Rules-1977" "Bangladesh Cinematograph Rules-1972" ২০০৬ সালে চলচ্চিত্র সেন্সর শিল্প আইন ও বিধি সংক্রান্ত একটি সংশোধন আসে। সেন্সর শীপ অব ফিল্মস (এমেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০৬ নামক এই সংশোধোনিটি ২০০৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে পাশ হয়।

এক্ষত্রে 'সেন্সর বোর্ড' চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা ও সহিংসতা রোধে বেশ কিছু পদক্ষেপও নিয়েছিলেন। সেন্সর বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৫, ২০০৬ ও ২০০৭ সালে বেশ কিছু ছায়াছবির সাময়িকভাবে সেন্সর সনদপত্র স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে স্থায়ীভাবেও কিছু ছায়াছবি সেন্সর সনদপত্র বাতিল করায়। এজন্য সেন্সর বোর্ডের কার্যকারিতাকে আরো শক্তিশালী করা দরকার। এছাড়াও আইন ও বিধি লঙ্ঘনের দায়ে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বেশ কিছু সিনেমা হলের লাইসেন্স বাতিলসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এবং অশ্লীল পোস্টারের জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশসহ সর্তকপত্র জারি করা হয়। এছাড়াও ২০০৭ সালের অক্টোবর মাসে 'র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)'-এর একজন উপ-পরিচালকের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা রোধে তাঁরা কিছু কার্যকরী পদক্ষেপও গ্রহণ করেন।

চলচ্চিত্র যেহেতু বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম, সেহেতু এখানে যেমনি থাকবে রস, আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা, হাসি-কান্না ও সমাজে জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি, যা সহজেই দশর্ককে আকৃষ্ট করবে ও ভাবিয়ে তুলবে। নবাব নাসিরের পরিচালনায় 'জোছনায় মেঘের আঁচড়' নামক টেলিফিল্মে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। যেথায়, আমাদের সমাজ জীবনের ছোট্ট একটি বাস্তবতা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। খেটে খাওয়া কৃষক বাবা একমাত্র ছেলের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় জমি-জমা বিক্রি করে শহরে পাঠায়, কিন্তু ছেলে সমাজের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে নিজেকে ধ্বংসের অতলগহ্বরে পৌছায়। শেষ পর্যন্ত হতভাগ্য বাবা হার্ট এ্যাটাকে মৃত্যুবরণ করেন। যার দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে অহরহ।

তবে হ্যাঁ যাঁরা নিছক বাণিজ্যিক এবং বোম্বে ও পাশ্চাত্য দেশের প্রতিযোগিতায় না গিয়ে দেশীয় সংস্কৃতি, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্র

www.pathagar.com

নির্মাণ করেছেন, তাঁরা দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃতও হয়েছেন।

দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের দেশে অপসংস্কৃতি এবং চলচ্চিত্রে অশ্লীতা ও সহিংসতা রোধে বিভিন্ন মহল থেকে আন্দোলন চলছে। যার কিছুটা হলেও সুফল আমরা পেয়েছি। শিল্পসম্মত চলচ্চিত্রের পরিবর্তে অশ্লীল চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য আমাদের এই শিল্পে উচ্চতর শিক্ষিতদের সমাগম কমও অন্যতম দায়ী। এই শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ ছাড়াও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এছাড়াও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে গ্রীন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফিল্ম টেলিভিশন এবং ডিজিটাল মিডিয়া' স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফিল্ম ও মিডিয়া' বিভাগে শিক্ষা কোর্স চালু রয়েছে এবং আরো কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত কোর্স রয়েছে। এছাড়াও সরকারিভাবে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটসহ আরো কিছু প্রতিষ্ঠানে শর্ট কোর্স ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

চলচ্চিত্রের সম্ভাবনাকে শুধুমাত্র বাণিজ্য নয়, শিল্প হিসেবে প্রথম ব্যবহার করেন লুমিয়ের পর চলচ্চিত্রে যার অবদান 'মেলিয়ে'। মেলিয়ের পরে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন, 'মার্কিন ফায়ারম্যান এডউইন এস পোর্টার।'

মূলত চলচ্চিত্র একটি বাণিজ্য, তবে শিল্প বিবর্জিত বাণিজ্য নয়। বরং অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতির মুলোৎপাটন করে যদি আমাদের সামাজিক, মানবিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যায়, যা আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে সহায়ক হবে ও প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে এই শিল্পের মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি অধিক অর্থ উপার্জনও সম্ভব হবে। সেজন্য চলচ্চিত্র হবে– 'শিল্প নির্ভর বাণিজ্য'।

ফেব্রুয়ারি-২০১৪

www.pathagar.com

মানবিকতাবোধ থেকে মানবতাবাদ

মানবতাবাদ বিষয়টি একটি মতবাদ না ধারণা? না অন্য কিছু? বা এর উৎস কী থেকে? সে বিষয়ে খুব বেশি তাত্ত্বিকতায় না গিয়ে চলে যাব বাস্তবতায়। সম্প্রতি ধানমন্ডির হাইওয়ে রাস্তার দ্বারে ত্রিভুজাকৃতির প্লাস্টিকের ছাউনি বস্তির পাশে দু'জন শিশুর একটি চেরাগ অনেকটাই রাস্তার বাতির আলোয় পড়াশুনা ও যানজটে আটকে পড়া গাড়ির যাত্রীদের হৃদয়স্পর্শী আবেগ-উদ্বেলিত দৃশ্যটুকু, খুব সকালে ব্যয়ামের সুবাদে ঢাকার একটি অভিজাত এলাকার লেকে ক্যান্টিনের কর্মচারিদের মশারি দিয়ে শরীর মোড়ানো পরিশ্রান্তের নিদ্রাটুকু, রাত এগারোটার পরে ঢাকা শহরের দিনমজুর শ্রমিকদের বন্ধ হয়ে যাওয়া মার্কেটের সামনে এক টুকরো কাপড় বিছিয়ে সারিবদ্ধ ক্লান্তির রাত্রিযাপন, খোলা আকাশের নিচে ভ্যান চালকদের ভ্যানের উপর স্রষ্টা প্রদত্ত একটু প্রশান্তি ও বিশ্রামের নিদ্রা। প্লাস্টিকের ছাউনিতে দেড় হাত বিশিষ্ট বসত-ঘরের বাসিন্দা ও মুক্ত আকাশের নিচে অসহায় অবহেলিত মানুষদের দিনাতিপাতের কথা নাই ভাবলাম। আমার-আপনার স্নেহতুল্য ছোট ভাই-বোন, আদরের পরশমণি সন্তানতুল্য শিশুর গাড়ির আঙ্গিনায়,'আঙ্কেল-আন্টি একটা ফুলের মালা নিবেন?' এরকম মানবিকতা বিবর্জিত হৃদয়স্পর্শী দৃশ্যগুলো যদিও দেশজুড়ে অসংখ্য। তবুও তাদের জন্য কয়জনের মানবিকতা বোধের উন্মেষ ঘটেছে? সেদিন ঢাকার অন্যতম অভিজাত এলাকা বনানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সারা-শরীরে মাছের আঁশের মতো ফোসকা পড়া একজন রোগীকে দেখে, দু'চোখের অশ্রু সংবরণ করতে না পেরে স্রষ্টার কাছে বিনয়াবনত হতে বাধ্য হলাম। নিজের অজান্তেই প্রশ্ন জাগলো, স্রষ্টা যে আমাকে এতো সুন্দর দেহাবয়ব ও সুস্থ রেখেছেন তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তার জন্য কী করতে পেরেছি। যার শত শত দৃষ্টান্ত ঘুরপাক খায় আমাদের কিনারায়। মানবতাবাদের বুলিটুকু শুধুমাত্র মুখে আওড়াতে যারা খুব বেশি স্বাছন্দ ও তৃপ্তিবোধ করেন, আমার এ নিবেদনটুকু তাদের জন্য নয়।

তবে হ্যাঁ, সত্যিকার মানবিকতাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্তও দেখেছি। সেদিন সোবহানবাগে গাড়ি এক্সিডেন্টে রক্তে রঞ্জিত অসহায় পথিকের সেবায় আশপাশের লোকজন যখন এগিয়ে এলেন, ঠিক একজন পথিক মহিলাও তাৎক্ষণিক এক হাজার টাকার কয়েকটি নোট নিয়ে তার সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

'হিউম্যানিজম' বা মানবতাবাদ এই অর্থে ১৮৩৬ সালের দিকে ইংরেজি ভাষায় ব্যবহার শুরু হয়। ভাষাবিজ্ঞানী "Georg Voigt" ১৮৫৬ সালে 'হিউম্যানিজম' শব্দটিকে রেঁনেসার মানবতাবাদকে নির্দেশ করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারী মতে ১৮১২ সালে ইংরেজ ধর্মযাজক প্রথম 'মানবতাবাদ' শব্দটিকে সেসব ব্যক্তিদের নির্দেশ করার জন্য ব্যবহার করেন যারা যিশুর মানবিকতায় বিশ্বাস করতেন।

মানবতাবাদ বোঝার পূর্বে প্রয়োজন নিজের ভিতরকার মানবিকতা বোধ জাগ্রত করা, তারও পূর্বশর্ত 'মনুষত্ব বোধের' উন্মেষ ঘটানো। যে নিজেকে মানুষ হিসেবে চেনে না, সে অন্যকেও মানুষ হিসেবে চিনতে পারে না। যদিও মানবতাবাদ বলতে শুধুমাত্র অন্যের দুঃখ, কষ্টে অংশীদার হওয়া নয়। এর পরিধি ব্যাপক। এছাড়াও মানবতাবাদের সাথে ধর্মের ও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। প্রাচীন গ্রিক মানবতাবাদ থেকে শুরু করে আধুনিক মানবতাবাদ পর্যন্ত কাল পরিক্রমায় মানবতাবাদকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যাস করা হয়েছে। শুরুতেই বলেছি, আমরা সে দিকে না গিয়ে মানবিকতাবোধের মূল তত্ত্বের উন্মোচন ঘটাবো। কেননা, মানবতাবাদ হচ্ছে অন্যকে নিজের মত করে দেখতে জানা, যাবতীয় সৎ গুণাবলী, শিক্ষা ও পারদর্শিতার আলোকে যথোপযুক্ত আসনে তাকে সমাসীন করা। মানবতার কল্যাণে যা কিছু প্রয়োজন তার চিন্তা ও বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাই মানবতাবাদ। নিজের যা আছে অন্যের জন্যও তা চাওয়া, নিজের জন্য যা আকাঙ্ক্ষা অন্যের জন্যও তা আকাঙ্ক্ষা করা। তাই মনুষত্ববোধ ও মানবিকতা বোধের যত ঘাটতি হবে মানবতাবাদও তত অপূর্ণ থাকবে।

২০১৩ইং সনের ১৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধ্বসে হাজারেরও অধিক শ্রমিকের প্রাণহানি, ও পঙ্গুত্ব বরণকারী শ্রমিকদের প্রসঙ্গ নাই টানলাম, সেদিন রাজমিস্ত্রী রফিকুল ইসলাম নিজের কাজ ছেড়ে নিহত ও আহত শ্রমিকদের উদ্ধার কাজে অন্যান্যদের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু এখনও সে পরিত্যক্ত জিনিসপত্রে লাশ খুঁজে বেড়ায়। বাস্তবতা তাকে আজ বানিয়েছে পাগল। একটি এনজিওর মাঠকর্মী আবদুর রহমান ও তোতা মিয়াও বর্তমানে একই রোগের রোগী। এছাড়াও উদ্ধার কাজে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণকারী রাজীব, ফুয়াজ আলী ও নারী উদ্ধারকর্মী আফরোজ আক্তারও মানসিকসহ বিভিন্ন রোগে রোগগ্রস্থ। এখন প্রশ্ন, রফিকুলদের মতো মানবিকতাবোধ সম্পন্ন কর্মীদের জন্য আমরা কতটুকু মানবিকতাবোধ দেখাতে পেরেছি।

সম্প্রতি মিয়ানমার রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর মিয়ানমার বৌদ্ধদের লোমহর্ষক নির্যাতন ও হত্যার প্রশ্ন নাই তুললাম। মিয়ানমার রোহিঙ্গা মুসলমানদের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার অজুহাতে মিয়ানমার সরকার আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা মেডিসিন সান

www.pathagar.com

ফ্রন্টিয়ার (এমএসএফ) এর কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। মিয়ানমার টাইমস জানায়, শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত তিন বছর বয়সী এক শিশুকে এখানে নিয়ে আসার পাঁচ দিন পর মারা যায়। তাকে ঠিকমতো চিকিৎসা করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে একজন পুলিশ কর্মকর্তা তদন্ত করতে আসেনি এবং তিনি দাবী করেন চিকিৎসক তার সাধ্যমত সবকিছু করেছেন, তবে স্বাস্থ্যকর্মীরা ঠিকমতো যত্ন নেননি। যে সময় একজন ইউরোপীয় চিকিৎসকও হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং চিকিৎসার অব্যবস্থাপনা দেখে মর্মাহত হন। একজন বৃদ্ধার মুখে সেলাই করতে গিয়ে মোটা সুতা কেন ব্যবহার করা হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা হলে জানানো হয়, তিনি একজন নারী ও মুসলিম। তাহলে মানবিকতাবোধ কী ধর্ম ও বর্ণের ফ্রেমে বাঁধা?

মানবতাবাদ, এটি কোন তাত্ত্বিক বা সূত্রও নয় যে, প্রায়োগিকভাবে যার প্রতিফলন ঘটবে। যা মূলত অনুভূতির বিষয়। সত্যিকার মানবিকতাবোধের যত বেশি উন্মেষ ঘটবে ততই মানবতাবাদ ধারণাটি পূর্ণতা পাবে। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের মা 'ফেনারটি' পেশায়ে একজন ধাত্রী ছিলেন, পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁর মায়ের পেশার উদাহরণ দিতে পছন্দ করতেন। বলতেন, তিনিও তাঁর মায়ের মতো ধাত্রীর কাজেই করে থাকেন, তবে তাঁর মা মানবশিশু প্রসবে সহায়তা করতেন, তিনি সহায়তা করে থাকেন চিন্তা ভাবনা প্রসবের বেলায়। যে সক্রেটিস প্রাচীন গ্রিসের কল্যাণমূলক দর্শনের জন্য বেঁচেছিলেন এবং মৃত্যুকেও বরণ করেছিলেন। আগে জানতাম অর্থাভাবে খ্যাতিমান অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরাও রিকশা চালিয়ে পড়াশুনার ব্যয়ভার বহন করতেন।সেদিন তার বাস্তবতা মেলেছে ঢাকার নিউমার্কেট এলাকায়।

গত ৩০শে মার্চ শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে মোল্লা সাগর পরিচালিত একুশ মিনিটের "সাইরেন" প্রামান্যচিত্রে বন্ধ হয়ে যাওয়া পাটকল শ্রমিকদের মানবেতর জীবন-যাপন, ছেলে-মেয়েদের পড়া লেখা বন্ধ, ক্ষুধার জ্বালায় শেষ পর্যন্ত শ্রমিকের আত্মহত্যার মত ঘটনা উপস্থিত দর্শকদের মর্মাহত করেছে। একটু ভেবে দেখা দরকার, আমি যদি তাদের স্থানে হতাম! আবার ভাবি প্রকৃতির একি নির্মমতা। অজান্তেই স্মরণে আসে স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্য। যিনি পৃথিবীতে ধনী-গরীব, উঁচু-নিচু, সৃষ্টি করেছেন তেমনিভাবে জেনেও নিতে চান কে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আত্ম-মানবতার সেবায় এগিয়ে আসে। কাল কিয়ামতের সময়ে স্রষ্টা তার বান্দাকে বলবেন, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে খাওয়াওনি। আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম তুমি আমার তৃষ্ণা নিবারণ করোনি। মুলত ক্ষুধার্থ, তৃষ্ণার্ত অভাবী বান্দাদের প্রতি মানবিকতাবোধ সম্পন্ন সৃষ্টির পরিচয় জেনে নিতে চান স্রষ্টা।

মাইকেল এইচ হার্ট লিখিত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ একশত মনীষীর জীবনীগ্রন্থে, সত্যিকার অর্থে প্রথম স্থান দিতে ভূল করেননি সর্বাধিক মানবিকতাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব "মুহাম্মদ

www.pathagar.com

(সঃ)" কে। জনৈক বৃদ্ধা অপপ্রচারের শিকার যে মুহম্মদের পথে কাঁটা দিয়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল, সে মুহাম্মদ কাঁটা আড়াল করে বৃদ্ধার নিকট খাবার পৌঁছানের মধ্যদিয়ে সত্যিকারের মানবিকতাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিকে চিনতে দেরি করেননি বৃদ্ধা। অর্ধ-পৃথিবীর শাসক ওমর মদিনার উপকণ্ঠে এক দরিদ্র মহিলাকে মাঝে মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে আসতেন। কিন্তু যখন সেখানে যেতেন তিনি শুনতেন তার আগে কেউ গিয়ে বৃদ্ধাকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে আসছে। একদিন ওমর সকালে বৃদ্ধার বাড়িতে গিয়ে ঘরের কোনে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন ঐ লোককে দেখার জন্য, দেখেন তিনি হলেন মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা আবু বকর (রাঃ)। যে আবু বকর খলিফার পদ গ্রহণের পূর্বে তাঁর মহল্লায় বকরীর দুধ দোহন করতেন। একদিন রাস্তা দিয়ে গমন কালে জনৈক বালিকার মন্তব্য শুনলেন,"লোকটি এখন খলিফা হয়েছে তাই আমাদের বকরীর দুধ দোহন করতে আসবেনা"। তিনি মেয়েটিকে বললেন, হে আমার কন্যা আমি আগের মতোই বকরীর দুধ দোহন করতে আসবো, আশা করি পদ মর্যাদা আমার নিয়মিত কর্মসূচীতে কোন পরিবর্তন আনবেনা "।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যে অন্য জাতির অধিকার ক্রীতদাসের চাইতেও খারাপ ছিল। এমনিক সিরিয়ায় খ্রিষ্টানদের তাদের জমির উপর অধিকার পর্যন্ত ছিলনা। জমির মালিকানা হস্তান্তরের সাথে সাথে তারাও হস্তান্তরিত হতো। ওমর যখনই এই দেশগুলো জয় করেন তখন তিনি স্থানীয় কৃষকদের কাছে জমি ফিরিয়ে দেন। তাদের অধিকাংশ ছিল অমুসলিম। বাস্তবিক মানবিকতাবোধ এখানেই। যেখানে ধর্ম ও বর্ণ মানবিকতাবোধকে প্রতিবন্ধক করে রাখেনি। এ মহামানবদের কর্ম ও দর্শনই মানবতাবাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে যারা মানবতাবোধ নিয়ে ভেবেছেন বা চিন্তা করেছেন, তাদের মধ্যে বুদ্ধের মানবতাবাদ চিন্তা অনন্য। মানবতার মুক্তি ও মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধ সর্বদা ছিলেন সচেষ্ট।

বিনা অপরাধে কোনো মানবকে কেউ হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে হত্যা করলো, আবার কারও প্রাণ রক্ষা করল সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির প্রাণ রক্ষা করল, অথচ চেচনিয়া, বসনিয়া, ইরাক, সিরিয়া, মিশর, কাশ্মীরসহ বিভিন্ন দেশে হত্যা, নির্যাতন ইত্যাদি যেন নিত্য নৈমিত্তিক কাণ্ড। যেখানে মানুষকে মানুষ হিসেবে মনে করা হয়না। শুধুমাত্র ভিন্ন মতাবলম্বী ও ভিন্ন ধর্মের কারণে বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে, সেখানে মানবাধিকারের বুলি মুখে আওড়ানো মানবাধিকার সংগঠনগুলোর ধর্মীও নেতৃবর্গরা কোথায়? সেজন্য মানবাধিকার কর্মী হওয়ার পূর্বে চাই সত্যিকার মানবতাবাদী হওয়া।যেখানে ধর্ম,অঞ্চল বা মতাদর্শের উর্ধ্বে থেকে মানুষকে মানুষ হিসেবে চিনতে ও মানবতার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না।

www.pathagar.com

অথচ তৎকালীন মানবতাবাদীদের মূল আন্দোলনই ছিল মধ্যযুগীয় অন্ধত্ব ও অভিশাপকে দূর করা। যেখানে হত্যা, ব্যভিচার হওয়াতো দূরের কথা, কোনে পাপাচারের ছোঁয়াই থাকবেনা। সেখানে মানুষ মানুষকে চিনবে। মানুষের শিক্ষা ও শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। ভিন্নধর্মী বা ভিন্ন মতালম্বী হলেও কেউ কাউকে হত্যা বা হত্যার মত গর্হিত কাজে প্ররোচিত করবেনা। সারা পৃথিবীর মানবাত্মাকে তারা একই আত্মারূপে মনে করবে। সৃষ্টিকুলের সকল মানবদেহকে একই দেহ রূপে গন্য করবে। দেহের একটি অঙ্গের আঘাত যেমনি অন্য অঙ্গতে অনুভব হয়। তেমনি পৃথিবীর একপ্রান্তের কোনো মানবের আঘাত, দুঃখ-পীড়া অন্য প্রান্তের মানবও উপলব্ধি করবে।

জুলাই-২০১৪

www.pathagar.com

মানবের মানবিক অধিকার : সাম্প্রতিক পর্যালোচনা

সম্প্রতি একদিন একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গন্তব্যকালে নিজের ভালো মন্দ ও অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্নের রাজ্যে যখন বিভোর। হঠাৎ রাস্তার ধারে অসামঞ্জস্যপূর্ণ দু'পা বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখে স্বপ্নের রাজ্য মোড় নেয় চিন্তার রাজ্যে। হায়! যে ব্যক্তিটির স্বাভাবিক এক পা থেকে অন্য পা দ্বিগুন মোটা, যা তার স্বাভাবিক জীবন যাপনে বিব্রতকর, কষ্টকর ও এক বোঝা। নিজের ভেতর থেকেই প্রশ্ন জাগে, যেখানে সে তার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাচ্ছেনা, সেখানে আমরা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছি। তাহলে মানব হিসেবে এ মানবের জন্য কি করতে পেরেছি বা কী করার দরকার ছিল? সম্প্রতি তিন ইহুদী কিশোরকে অপহরণের তুচ্ছ অভিযোগকে কেন্দ্র করে গাজায় ইসরাইলি বর্বর হামলা হাজার হাজার মানবাত্মাকে শেষ করে দিয়েছে, যার অধিকাংশই ছিল শিশু ও নারী। আহত শিশুর আর্তনাদ, সন্তানহারা মায়ের বুকফাটা কান্না বিশ্ব বিবেককে বারবার নাড়া দিলেও ইসরাইলের শাসকগোষ্ঠীর মানবিকতাবোধের উন্মেষ ঘটেনি। অথচ এ শিশুদের কী দোষ ছিল? মানব হিসেবে তাদের মানবিক অধিকার কী ছিল? ১৭ জুলাই ২০১৪ ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চল দোনেৎস্ক প্রদেশে ক্ষেপনাস্ত্রের আঘাতে ২৯৮ জন বিমান আরোহী ভূপাতিত হয় মালেয়েশীয় এয়ারলাইনস এর ফ্ল্যাইট MH 17, এতে ইউক্রেন সরকার ও রুশপন্থী বিদ্রোহীরা বিমান ধ্বংসের অভিযোগের তীর একে অপরের দিকে ছুঁড়ে দিলেও বাস্তবতার বলি হয়েছে ২৯৮ জন সাধারণ আরোহী, অথচ সেখানে ৪৩ জন মালয়েশীয় (১৫ জন ক্রুসহ) বাকী আরোহীরা ছিলেন নেদারল্যান্ড, অস্ট্রেলীয়সহ বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের। তাহলে বিমান আরোহী মানবদের অপরাধ কী ছিল? কী অপরাধে অন্যদের ন্যায় তাঁরা তাঁদের বাঁচার অধিকারটুকু হারিয়েছে। সম্প্রতি মায়ানমারের আরাকানে প্রদেশে রোহিঙ্গাঁ মুসলমানদের উপর রাখাইনদের বর্বর নির্যাতন ও ঘর, ভিটেমাটি ছাড়া করার দৃষ্টান্ত বিশ্ব বিবেককে ভাবিয়ে তুলেছে। মুসলমান নয় শুধুমাত্র মানব হিসেবেও কী তাদের বাঁচার অধিকার ছিল না?

অথচ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৩০ দফা সম্বলিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে যে মহাসনদ ঘোষণা করেছিল, তার পুরোটাই ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, জীবন, সম্পদের নিরাপত্তা প্রদানসহ সকল ধরনের অধিকারে নিশ্চয়তা প্রদান কেন্দ্রিক। অত্র সনদের ২ নং ধারায় বর্ণিত

www.pathagar.com

আছে, 'যে কোন পার্থক্য যথা জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকের ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত সকল অধিকার ও স্বাধীকারে স্বত্ববান।'

সম্প্রতি মিশরে সরকার বিরোধী আন্দোলনকালীন সময়ে ১৯ বছর বয়সী কিশোরী জাহাব হামাদিকে গর্ভবতী অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়, সন্তান প্রসব করার পর তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। "দ্য গার্ডিয়ান"। হামাদি জানান, তিনি একটি থানার পাশ দিয়ে হেঁটে ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার সময় তাকে গ্রেফতার করা হয়, তিনি বিক্ষোভে অংশ নিচ্ছেন না বলে বারবার জানানো সত্ত্বেও তাকে বিক্ষোভবিরোধী আইনে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়, তাকে ১৫ দিনের জেল দেয়া হয়। যার মেয়াদ পরে তিন দফায় ১৫ দিন করে বাড়ানো হয়। গ্রেফতারের পর পুলিশ অফিসার তাকে বলেন, জেনে রেখো, তোমাকে জেলের মধ্যেই সন্তান প্রসব করতে হবে। (দেনিক নয়াদিগন্ত : ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪)

যেখানে মানবাধিকার ঘোষণা পত্রের ২৫(খ) ধারায় বল হয়েছে, "মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকারী।"

দেখুন, মানবতার বাণী কত নিভৃতে কাঁদে, যেখানে বিশ্বের অনেক এলাকার মানুষ এখনও ঠিকমতো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার সুবিধাটুকু পাচ্ছেনা। সেখানে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার নিরাপরাধ ফিলিস্তিনিদের ওপর গণহত্যা চালাতে ইহুদীবাদী ইসরাইলের ব্যয় হয়েছে আড়াইশ কোটি ডলার। খোদ ইহুদীবাদী সরকার এ তথ্য জানিয়েছে। ইসরাইলি যুদ্ধমন্ত্রী দাবী করেন, গাজার নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের ওপর চালানো এ গণহত্যায় যে বিশাল ব্যয় হয়েছে তা তেল আবিবের জন্য ছিল 'লাভজনক'। (রেডিও তেহরান)

সত্যিকার মানবিকতাবোধের বিরল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে একজন ইরানি মা তার সন্তানের হত্যাকারীকে ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যু কার্যকর করার কয়েক সেকেন্ড আগে ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে। ক্ষমতার পূর্ব মুহূর্তে ফাঁসি মঞ্চের কাছাকাছি গিয়ে তিনি সমবেত জনতার কাছে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কি জানেন, সন্তানবিহীন খালি ঘরে বসবাস করা কতটা কঠিন?

বিবেকের কাছে প্রশ্ন, সন্তান হিসেবে আমরা এরূপ মহৎ হৃদয়ের মায়েদের জন্য কী করতে পেরেছি? বা তাদের কী অধিকার আছে আমাদের প্রতি? সত্যি লজ্জা ও আফসোসের বিষয়, এ মায়েদের অধিকার আমরা এখন সংরক্ষণ করছি বৃদ্ধাশ্রমে। "আমার ছেলে আমাকে কিল ঘুষি চড় মারে, এমনকি ঈদের দিনও সে আমাকে লাথি মেরেছে। ছেলে ও ছেলের বউ শারীরিক, মানসিকভাবে নির্যাতন করছে, যাতে আমি বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে যাই। ছেলে মারে বলতেও লজ্জা পাই। কথাগুলো

www.pathagar.com

বলেছিলেন নাসরীন আক্তার চৌধুরী। ২৩ জুন তিনি ঢাকার ভাটারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত অভিযোগেও এসব কথা বলেন। এই মা বলেন, আমার দুই ছেলে, সম্বল বলতে বাড়ি, কিন্তু বড় ছেলে ও ছেলের বউ বাড়ির দখল নিতে চায়। ছোট ছেলে বিয়ে করেনি, বড় কোনো চাকুরিও করেনা, বড় ছেলে আমাকে আর ছোট ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়াতে চায়। সরকার গত বছর পিতা মাতার ভরণপোষণ আইন করেছে এ আইন অনুযায়ী প্রত্যেক সন্তান বাবা-মায়ের ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। মা-বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের প্রবীণ নিবাসে পাঠানো যাবেনা, (দৈনিক যায়যায়দিন : ২০ জুলাই, ২০১৪)

মানব হিসেবে মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিতদের আরেক সমাগম দেখা যায়, ঢাকা শহরের ব্যবস্ততম সড়ক, ফুটপাত, ফ্লাইওভার ও মসজিদের আনাগোনায় অসংখ্য শিশুদের দেখা যায় হাতে বই-কলম না উঠে, উঠেছে ভিক্ষার ঝুলি, অসংখ্য বিকলাঙ্গ পঙ্গুত্ব বরণকারী ও প্রতিবন্ধীকে দেশের সম্পদ না করে, করা হয়েছে বোঝা। প্রস্তাবিত বৈষম্য বিলোপ আইন নিয়ে আইন কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা শারীরিক মানসিক ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধিতা এবং কথিত, অস্পৃশ্যতার অজুহাতে সব ধরনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বৈষম্যমূলক কাজ বে-আইনি। বৈষম্যমূলক এসব কাজ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। (দৈনিক প্রথম আলো : ৭ জুলাই, ২০১৪)

মানব জীবনের প্রধানতম, সম্পদই হচ্ছে তার জীবন, অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, সুনাম ইত্যাদি। দেহ বা জীবন নামের সম্পদকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য সম্পত্তি গড়ে উঠে। দেহ বা প্রাণহীন অন্যান্য সম্পদ মূল্যহীন। নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ভোগ করবে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে, "প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে।"

অত্র সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদ বলা আছে, আইনানুযায়ী ব্যক্তি জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না। অথচ পত্রিকার পাতা খুললে খুন, গুম অপহরণ, নির্যাতন ইত্যাদি যেন মামুলি বিষয়। বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এর প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, সরকারের অঙ্গীকার সত্ত্বেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যা বন্ধ হয়নি। আর তা তদন্ত ও বন্ধে সমন্বিত কোনো পদক্ষেপও নেই। এসবের পাশাপাশি লোকজনকে বিনা বিচারে আটক রাখা, অনলাইনে মত প্রকাশে বাধা নিষেধ, কাজের পরিবেশও শ্রমমানের খারাপ অবস্থা বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অন্যতম সমস্যার দিক।

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১৩ তে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উল্লেখ্যযোগ্য খারাপ দিক হিসেবে এ বিষয়গুলোকে অভিহিত করা হয়েছে। মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রকে (আসক) উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছরের প্রথম নয় মাসে র‍্যাবসহ নিরাপত্তা বাহিনীর বিভিন্ন সদস্যের হাতে ১৪৬ জন নিহত হন। ২০১২ সালে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে প্রায় ৭০ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের মানবাধিকারের ক্ষেত্রে অন্য সদস্যাগুলো হচ্ছে বিনা বিচারে আটক। দুর্বল বিচার প্রক্রিয়া শুরুর আগে দীর্ঘ সময় আটক রাখা। অথচ বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৩ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শ্রীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করে আটক রাখা যাবেনা এবং উক্ত ব্যক্তিকে তার মনোনীত আইনজীবীর সাথে পরামর্শের ও তাঁর দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হতে বঞ্চিত করা যাবে না।

৩২ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে গ্রেপ্তারকৃত ও আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটমত ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে (গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের স্থান হতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাবেনা।

আসলে যার আপন জনের বিচ্ছেদ ঘটে, সেই সত্যিকার অনুভব করে বিয়োগ ব্যথা যে কত কষ্টকর। অপহরণ গুমের আরেক নির্মম চিত্র ফুটে উঠেছে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ এর প্রকাশিত একটি রিপোর্টে এভাবে, দেশে গত এক যুগে অপহরণের শিকার ও নিখোঁজ হয়েছেন ১০ হাজার ১৬১ জন এদের মধ্যে তিনশ' জনের লাশ পেয়েছে স্বজনরা। উদ্ধার হয়ে পরিবারের কাছে ফিরে এসেছেন আড়াই হাজার ব্যক্তি। বাকি প্রায় সাত হাজার হতভাগার এখনো কোনো খোঁজ পায়নি স্বজনরা। অপহরণ ও গুমের ঘটনায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন তিন সহস্রাধিক ব্যক্তি, র‍্যাব, পুলিশ ও গোয়েন্দা সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তবে পুলিশের আইজি হাসান মাহমুদ খন্দকার দাবি করেন, হত্যা, গুম ও অপহরণ দেশে অনেক বছর ধরেই চলে আসছে। ইদানিং নিরাপত্তা বাহিনীর নামে একটি অপরাধীচক্র এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে। নানা ধরনের বিরোধের জের ধরেই এগুলো করা হয়ে থাকে। তিনি এসব নিয়ে আতংকিত না হতে বলেছেন সাধারণ মানুষকে। এ ধরনের কোন খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে তা জানানোর আহবান জানান তিনি।

মানব হিসেবে আমাদের সামাজের অর্ধেক অংশই নারী আবার এ নারী আমার মায়ের জাতি। কিন্তু আমরা এ নারী জাতিকে সম্মান দেখানো তো দূরের কথা তাদের অধিকারটুকুও নিশ্চিত করতে পারেনি। আর কিছু না হোক, অন্ততঃ মানব হিসেবে

www.pathagar.com

তার মানবিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু নির্লজ্জতা ও পৈশাচিকতার বাস্তবতা বারবার আমাদের বিবেককে নাড়া দেয়। গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে শহরাঞ্চল পর্যন্ত নারীরা স্বাধীন ভাবে চলাফেরাতো দূরের কথা তাদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে পর্যন্ত হিমশিম খাচ্ছে। তাদের উপর শারীরিক মানসিক নির্যাতন ছাড়াও, এসিড, নিক্ষেপ, অগ্নিদগ্ধ করা, ইভটিজিং, ধর্ষন, ধর্ষন পরবর্তী হত্যা ইত্যাদি যেন তাদের কপালে লেগেই আছে। এমনকি অপরাধীরা বিচার সম্মুখীন খুব কমই হচ্ছে। আবার অনেক সময় অপরাধকে বিভিন্ন ভাবে ধামাচাপার মধ্য দিয়ে প্রকৃত অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে। যার কারণে অপরাধ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী ২০১৩ সালে সারা দেশে মোট ৮১২ জন নারী ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হন, এর মধ্যে ধর্ষণ পরবর্তী সময়ে ৮৭ জনকে হত্যা করা হয় এবং আত্মহত্যা করেন ১৪ জন। এ ছাড়া চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ৩০৯টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে সারা দেশে এর মধ্যে গণধর্ষণের শিকার ৯৮ জন এবং ২৯ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ধর্ষণের শিকার হয়ে সাত জন আত্মহত্যা করেছেন। আরও ৪৪ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। (দৈনিক প্রথম আলো : ১২ জুলাই, ২০১৪)

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানবই কিছু অধিকার নিয়ে যেমনি জন্মগ্রহণ করে তেমনি মানব হিসেবে তার প্রতি কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্যও বর্তায়। পৃথিবীতে তারা ভাঙ্গন ধরাবেনা বরং গড়বে। যতটুকু তারা ভাঙ্গবে, তাও গড়ার জন্যই। কিন্তু ভাঙ্গন ও গড়ার মধ্য দিয়ে মানবাত্মা অনেক ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতার বন্ধন হারিয়ে ফেলে হতাশা ও জরাজীর্ণতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে, যা তাকে শুধু বিনাশের দিকেই নিয়ে যায়। মানব হিসেবে আত্মার উপর চরম নির্যাতন ও মানবাত্মার অধিকার হরণ তথা আত্মহত্যা। এমনকি ধর্ম কর্তৃকও তা বারিত ও পাপাচারের শামিল। জেনেভা থেকে প্রকাশিত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতি ৪০ সেকেন্ডে বিশ্বের কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ আত্মহত্যা করছে। প্রতি বছর আত্মহত্যা জনিত কারণে মৃত্যুর সংখ্যা আট লাখ, যার ৭৫ শতাংশই ঘটে নিম্ন ও নিম্ন মধ্য আয়ের দেশগুলোয়, প্রতিবেদনে বলা হয়, আত্মহত্যায় গোটা বিশ্বের সবচেয়ে এগিয়ে আছে ভারত, বাংলাদেশের অবস্থান দশম। আর দক্ষিণ এশিয়ায় আত্মহত্যার হার বিশ্বের যেকোনো অঞ্চলের তুলনায় বেশি। (দৈনিক প্রথম আলো : ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৪)

মানব হিসেবে এক মানবের প্রতি অন্য মানবের যেমনি রয়েছে কিছু অধিকার তেমনি রয়েছে কিছু কর্তব্যও। এক্ষেত্রে মানবতার অধিকার প্রতিষ্ঠায় মূল ভূমিকা রাখবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার ছাড়াও মানবিক অধিকার নিশ্চিত করবে। যার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্র ও জনগণের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরো বেগবান হবে।

সেপ্টেম্বর-২০১৪

www.pathagar.com

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার যতকথা

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শিক্ষা নিয়ে মাঝে মাঝে হতাশা অনুভব হলেও বাল্যকালে শিক্ষার প্রতি যে অনুরাগ ও দুর্বলতার বীজ তৈরি হয়েছিল, এখনও শিক্ষা সম্বন্ধে কোন নেতিবাচক ও শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এমন কোন সংবাদ পেলে হৃদয়ে নাড়া দেয়, যেন এক অজানা আশাঙ্কা হাতছানি দেয়। এমনকি নিজেকে করে তোলে উদ্বেলিত ও উৎকণ্ঠিত। সে আশাঙ্কা ও হতাশা উত্তরণ কল্পেই উক্ত নিবন্ধে কলাম ধরা। মূলত শিক্ষা কী? শিক্ষার লক্ষ্য কী? আমরাও কেন শিক্ষা গ্রহণ করি? ছোট বেলায় বাবা-মা আদর করে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী অনেকটা লোভী করে তুলতে তাদের উক্তি, "পড়া-লেখা করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে"। যার ব্যতিক্রম আমার ক্ষেত্রেও ঘটেনি। আবার আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করি তা থেকে কী পেয়েছি বা কী পাবো বা এর শিক্ষা পদ্ধতিও কী হওয়া উচিত? গ্রাম্য জীবন থেকে শুরু করে শহুরে জীবনে দেখেছি বাবা-মা বিশেষ করে মায়েরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের সিংহভাগই ছেলে মেয়েদের পড়াশুনায় ব্যয় করে। এমনকি অনেকেরই দেখেছি শুধুমাত্র এটিকে কেন্দ্র করেই অন্য কর্মপরিকল্পনার সূচি তৈরি হয়।

যে শিক্ষার মাধ্যমে ছেলে-মেয়ের সাথে বাবা-মায়ের নির্ভেজাল সম্পর্ক আরও গভীর হয়। সেখানে সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রতিবেদনে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে বাবা-মায়ের মনে সন্দেহের বীজ যেমনি গজিয়েছে তেমনি উঠেছে পাহাড়সম অভিযোগ। এবং যে শিক্ষায় বাবা-মা সন্তানাদির পাঠ্য বিষয় নিয়ে এক টেবিলে আলোচনা অনেকটা গ্রুপ স্টাডি করা দূরের কথা বরং পারস্পারিক একের প্রতি অপরকে ঠেলে দিয়েছে অনেক দূরে।

পত্রিকাটির 'পাঠ্য বইয়ে কী শিখেছে শিশুরা' এই শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকেরা অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে "নিজেকে জানো" নামে যৌনতায় ভরা প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি বই বিতরণ করেছেন। এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে যৌনশিক্ষা নামে কোমলমতি শিক্ষর্থীদের

www.pathagar.com

একে অপরের প্রতি মূলত পরোক্ষভাবে অবাধ যৌনতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছে। বইয়ের এই সব অধ্যায়ের কথা উল্লেখ করে শিক্ষক ও অভিভাবকেরা বলেছেন কিশোর-কিশোরীদের প্রেম শিখানো ছাড়া এর উদ্দেশ্য আর কিছু নয়। এমনিতেই সিনেমা টেলিভিশন ও ইন্টারনেট যৌন বিষয়ে অবাধ প্রচার-প্রচারণা চলছে। কিন্তু তা নিষিদ্ধ বিষয় বলেই বিবেচিত হয় কিশোর তরুণদের কাছে। কিন্তু স্কুলের পাঠ্য বইয়ে যদি তা স্থান পায় তবে কিশোর- তরুণদের কাছে বিষয়টি আর নিষিদ্ধ থাকে না। যদিও বিংশ শতাব্দীর খ্যাতিমান দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর শিক্ষা প্রসঙ্গে যৌন শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন, কিন্তু সে শিক্ষার উদ্দেশ্য অবাধ যৌনতা নয়, বরং সে বিষয়ে সর্তক হওয়া এবং সাথে সাথে তিনি চারিত্রিক শিক্ষার প্রতি ও গুরুত্ব দিয়েছেন। অথচ যেখানে আমাদের দৈনিক পত্রিকাগুলোর পাতায় শিক্ষার্থীরা ছাড়াও শিক্ষিকারাও যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার দৃষ্টান্ত অহরহ। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ গুলো থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীদের যৌন হয়রানির মত জঘন্য ঘটনা সত্যি বিবেককে নাড়া দেয় বারবার। বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক প্রথম আলোর ১লা জুলাই, ২০১৪ এর প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন শিক্ষকদের ভোলা প্রাথমিক শিক্ষক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষকদের দাবী অনুযায়ী চাঁদা না দেওয়ায় নারী শিক্ষকদের যৌন হয়রানি করছেন, তাঁদের মুঠোফোনে অশ্লীল ছবি ডাউনলোড করতে বাধ্য করছেন।

যেখানে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজ জীবনে যাবতীয় পাপাচার ও অশ্লীলতা মূলে কুঠারাঘাত করে প্রত্যেককে উন্নত চরিত্রবান রূপে গড়ে তোলা এবং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু কোমলমতী শিক্ষার্থীদের নিকট স্পষ্ট করা। যে শিক্ষার আলোকেই তারা সমাজের যাবতীয় অসারতা, অন্ধকার ও অস্পষ্টতা দূর করবে। অথচ এই শিক্ষার্থীরাই যদি শিক্ষার বিষয়বস্তু নিয়ে অস্পষ্টের মধ্যে থেকে যায়, তাহলে তারা কীভাবে সমাজের অস্পষ্টতা দূর করবে ও জাতির আলোকবর্তিকা হবে। ঐ পত্রিকার ধারবাহিক প্রতিবেদন অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণীর আমার বাংলা বই নামক পাঠ্য বইয়ে হুমায়ুন আজাদ রচিত 'বই' কবিতার কয়েকটি লাইন এরকম "যে বই তোমায় দেখায় ভয়/সেগুলো কোন বই-ই নয়।/সেই বই তুমি পড়বেনা।/ যে-বই তোমায় অন্ধ করে/ যে-বই তোমায় বন্ধ করে/সে-বই তুমি ধরবে না।" কবিতায় উল্লেখিত বই বলতে কোন বইকে বুঝানো হয়েছে, যে বিষয়ে স্বয়ং শিক্ষকেরাই অন্ধকারে। এবং শিক্ষার্থীদেরকেও রেখেছে অন্ধকারে। শিক্ষার আরেক উদ্দেশ্য আত্মাকে বিকশিত করা ও পাঠ্যবিষয়ের রস-স্বাদ আস্বাদন করা।যেখান থেকেই সমাজের দর্পন কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ইত্যাদি গুণীজনদের জন্ম হয়। প্রতিবেদনটিতে আরো উল্লেখ করা হয়, চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা বইতে এমন কবিতা

www.pathagar.com

পাঠ্যসূচী করা হয় যা দিয়ে শিক্ষার্থীরা রস আস্বাদন করাতো দূরের কথা, মূল বিষয় সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল নয়।

শুরুতেই আমরা যদি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরে দিকে তাকাই, সেখানে সরকারের পরিকল্পিত ও সুচিন্তিত শিক্ষাপদ্ধতির অভাবে সুযোগটুকু কাজে লাগিয়ে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের বিস্তার লাভ করে। এতে ভর্তি ও বেতন ফি অত্যধিক হওয়ায় সাধারণ দরিদ্র শ্রেণির শিশুরা যেমনি ভর্তি হতে পারেনা, তেমনি আমাদের সরকারি ব্যস্থাপনায় প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি ও কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতির মাঝে ব্যাপক ভিন্নতা থাকায় প্রাথমিক স্থরেই শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্যতার বীজ বপন হয়। অনেকেই কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাকে 'শিক্ষা বানিজ্য' বলে অভিযোগ করেন।আবার অনেকেই একে বানিজ্য বলতে নারাজ। তাদের মতে সরকারের অবহেলা ও দুর্বলতার ফলাফলই এই শিক্ষাব্যবস্থা। অবশ্য সরকার সম্প্রতি কিন্ডারগার্টেনের বেসরকারী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এ্যান্ড কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এতে এ প্রকারের প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে মহানগর ও এর বাইরে অবস্থান ভেদে ভর্তি ফি ও বেতনের ক্ষেত্রে টাকার পরিমান নির্ধারণ করে দিয়েছে। (দৈনিক ইত্তেফাক: ২৪ জুলাই, ২০১৪)

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আরেক বলী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নষ্ট ছাত্র রাজনীতির উপস্থিতি। পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষায় ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলেও অভিভাবকদের ছাত্র রাজনীতির নেতাদের জন্য মোটা অংকের টাকা গুনতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে ভর্তি যোগ্য শিক্ষার্থীদের পরিবর্তে অযোগ্যদেরও ভর্তি করানো হয়। এতে যোগ্য শিক্ষার্থীরা যেমনি তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তেমনি রাষ্ট্রও মেধাবীদেরকে হারায়। ছাত্র রাজনীতিবিদদের জমজমাট ভর্তি বানিজ্যে একাদশ শ্রেণি থাকে প্রধান টার্গেট। সম্প্রতি জাতীয় দৈনিক সমকালে প্রকাশিত রিপোর্টে দেশব্যাপী তার এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে। শুধু ভর্তি বার্ণিজ্য করেই ক্ষান্ত নয়, এমনকি কলেজ ছাত্রবাস, শিক্ষার্থীদের বই, খাতা, সার্টিফিকেট, কাপড়, কম্পিউটারসহ অনেক মালামাল পোড়ানোর মত কর্মকাণ্ডের উপহার দিয়েছে এ রাজনীতি। ২০১২ সালের ৮ জুলাই সিলেটের ঐতিহাবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এম সি কলেজে প্রতিপক্ষ ছাত্ররাজনীতির কর্মীদের উৎখাতের অজুহাত ছাত্রাবাস পোড়ানোর দুই বছর পার হলেও আজও গ্রেফতার হয়নি অপরাধীরা। এমনকি সংশ্লিষ্ট অপরাধ তদন্তে গঠিত তিনটি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনও কোন অগ্রগতি নেই। যেখানে ছাত্রাবাস পোড়ানোর পর ১২ জুলাই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এম সি কলেজেরই সাবেক ছাত্র অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, যে কোন মূল্যে সন্ত্রাসীদের বিচার হবে বলে হুঁশিয়ারী দেন তারা। আর ছাত্রাবাসে নিজের স্মৃতি বিজড়িত রুমে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম

www.pathagar.com

নাহিদ (দৈনিক নয়াদিগন্ত : ১১ জুলাই, ২০১৪)। হল দখল, টেন্ডারবাজি, মারামারি, অস্ত্রের ঝনঝনানি ক্যামপাসগুলোতে যেন এক নিত্য নৈমত্তিক বিষয়।

শিক্ষার অভিশাপ ও শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের আরেক হাতিয়ার পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার ১১জুলাই, ২০১৪ এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, "এবাবের এইচএসসির ইংরেজি ও গণিতসহ বেশ কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। এর বাইরে বিগত জেএসসিসহ আরও কয়েকটি পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ রয়েছে। বড়ই আফসোসের বিষয় যে, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা থেকে শুরু করে বিসিএস এমনকি কলেজ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষাতেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি রাজশাহীতে স্কুলের পর কলেজ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে পরীক্ষার্থীরা জানায়, প্রশ্নপত্রের দুটি সেট বিক্রি হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ে পরীক্ষার্থীদের মাঝে, প্রশ্নপত্র বিক্রি হয়েছে পাঁচ হাজার থেকে শুরু করে শেষ দিকে ১০০ টাকা পর্যন্ত। ফাঁস হওয়া দুটি সেটের সঙ্গে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের হুবহু মিল ছিল। অবশ্য বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ "বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস : নবতর কেলেঙ্কারি" শিরোনামে তাঁর লিখিত (১৪ মার্চ ২০০৩) এক প্রবন্ধে তৎকালীন সময়ের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের উদ্ধৃতিসহ কড়া সমালোচনা ও উত্তরণের উপায়ও বর্ণনা করেছেন। পরিস্থিতি পর্যালোচনার ৬ নং কলামে তিনি লিখেছেন, "পিএসসি'র চেয়ারম্যান এত প্রমাণের পরও এমনকি পরীক্ষা বাতিল করার পরও স্বীকার করতে রাজি নন যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এর কারণ কী হতে পারে? স্বীকার করলে এবং সঠিক ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত হলে যদি আসল রহস্য বের হয়ে পড়ে। তাই বিষয়টি অস্বীকার করে চলেছেন। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, প্রথমত,স্বীকার করতে হবে যে এটা ঘটছে। দ্বিতীয়ত, এটা প্রমাণ করা জন্য তদন্ত কমিটিকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের রহস্য উদঘাটনের জন্য একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও তা এখনো আলোর মুখ দেখেনি।

পুরুষের ন্যায় নারীরাও সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু তা সত্বেত্ত শিক্ষাক্ষেত্রে নারীরা রয়েছে পিছিয়ে। অথচ যেখানে নেপোলিয়ান বলেছেন,"আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব"। সময় এসেছে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অনগ্রসরতার কারণ উদঘটান করার ও সমাজ উনয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের অসচেতনতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ও শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অনুকুল পরিবেশের অনুপুস্থিতি মূল কারণ। কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণের সাথে সাথে অভিভাবকদের তাদের শিক্ষা নিয়ে যতটা না চিন্তিত

www.pathagar.com

হতে দেখা যায় তার থেকেও বেশি উদ্বিগ্ন হয় কত তাড়াতাড়ি বিবাহ দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে অভিভাবকরা দায়ী করেছেন আমাদের নিরাপত্তাহীন সমাজব্যবস্থা ও সহশিক্ষাকে। তবে অনেকেই সহশিক্ষাকে দায়ী করতে নারাজ। তাদের মতে এটি দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা। আবার সহশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের থেকে ছাত্রীদের অনাগ্রাহীতাই বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে। নারী জ্যাতির অনগ্রসরতার কারণ হিসেবে শিক্ষার অভাবকে চিহ্নিত করে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আজীবন নারী জাতির শিক্ষান্নয়নে কাজ করে গেছেন। ভারতের কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী স্মৃতি ইরানী এক ছাত্রীর প্রশ্নের জবাবে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি প্রথম বারের মতো বিষয়টি সবাইকে জানাচ্ছি যে, আমার জন্মের পর একজন আমার মাকে বলেছিল, মেয়ে তো বোঝা, তারপর সে আমাকে হত্যা করতে বলে, কিন্তু আমার সাহসী মা তা করেননি, আর এ কারণেই আমি আজ এখানে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ইরানী বলেন, যদি তুমি একজন মেয়েকে শিক্ষা দাও। তাহলে তুমি শুধু নারীদের শিক্ষায়ই অংশ নিলেনা বরং একটি পরিবারকে সাহায্য করলে, যা ভবিষ্যতে জাতি গঠনে সহায়তা করবে। (দৈনিক নয়া দিগন্ত : ২৯ জুন, ২০১৪)

সম্প্রতি মেধার অবমূল্যায়ন ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্যের আরেক চিত্র ফুটে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে। এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় একই প্রশ্নপত্রের পরীক্ষা দিয়ে পছন্দের বিষয়ে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করলেও বিভিন্ন অজুহাতে ভর্তি হতে দেওয়া হয় না। যা প্রকারান্তের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে অনুৎসাহিত করা।

অথচ এ উপমহাদেশে মাদরাসা শিক্ষার রয়েছে এক গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস, সাধারণ শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত হওয়ার মত অসংখ্য ব্যক্তিত্বকে উপহার দিয়েছে এ শিক্ষা ব্যবস্থা। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা দুই পদ্ধতিতে পরিচালিত। এক, সরকারী মাদ্রাসা, সরকারের অনুদান ও নির্দেশনায় যে মাদ্রাসাগুলো পরিচালিত। দুই, কওমী মাদ্রাসা, সরকারি সহযোগিতা ছাড়া বেসরকারিভাবে জনগণের সহযোগিতা নিয়ে পরিচালিত মাদ্রাসাগুলো। বাস্তবিক পক্ষে এ শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক হওয়া সত্বেও সরকারের রয়েছে যথেষ্ট সদিচ্ছার অভাব। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় যুগোপযোগী ও কারিগরি শিক্ষার অভাব বলে বরাবর অভিযোগ তুললেও সংশ্লিষ্টদের নেই কোন বাস্তব পদক্ষেপ।

সেপ্টেম্বর ২০১৪

www.pathagar.com

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার যতকথা (২)

সম্প্রতি ঠুনকো অজুহাতে অধিকার হরণের আরেক চক্রান্ত চলছে কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ে পড়ুয়া ছাত্রদের ব্যাপারে। ইউজিসি ও সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভর্তি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ভর্তি, ক্লাস ও সার্বিক একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ছাত্র-ছাত্রীরাও ক্লাস করছে পরীক্ষা দিচ্ছে ও পাশ করছে। সবকিছুই সরকার ও জনগণের সম্মুখেই হচ্ছে। কিন্তু একজন শিক্ষার্থী যখন এসএসসি ও এইচএসসি পাশ করে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের আশায় দীর্ঘ চার বৎসর অনেক অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে অনার্স শেষ করে অর্জিত জ্ঞানকে দেশ, সমাজ ও মানবতার সেবার নিমিত্তে কর্মজীবনের পা বাড়াবে ঠিক তখন যদি তার কর্ণকুহরে এই সংবাদ পৌঁছে, তাঁর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকালীন দীর্ঘ পথ পাড়ি কোনো কাজে লাগবেনা। কতই হতাশা, নিরাশা ও আফসোসের নির্মম বাণী। যেমনটি ঘটেছিল গতবার বাংলাদেশ বার কাউন্সেলের আইনজীবী তালিকাভূক্তিকরণ পরীক্ষার ক্ষেত্রে। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু হতভাগ্য শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বেশ কিছু দিন থেকেই বন্ধ হয়ে আছে সব কয়টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আইনজীবী তালিকাভূক্তিকরণ পরীক্ষর রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম। এবারও অনিয়মের অভিযোগে কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঝুলে আছে সত্যি যদি সিদ্ধান্ত এসে যায় তারা বার কাউন্সিলের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তাহলে তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে? যেখানে মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন এক বুক স্বপ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে এ নির্মম হতভাগার দিকে। কি অপরাধ ছিল এ হতভাগার?

উচ্চ শিক্ষার বিকাশের নামে দেশব্যাপী সনদ বাণিজ্যে লিপ্ত কমপক্ষে দু-ডজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ইচ্ছামত আউটার ক্যামপাসে নামকাওয়াস্তে পাঠদানে লিপ্ত স্থানীয় স্কুল ও কলেজের এক শ্রেণীর শিক্ষক। মামলার দোহাই দিয়ে এগুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থায়ই

www.pathagar.com

নিচ্ছে না শিক্ষা প্রশাসন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সারাদেশে কতটি অননুমোদিত ক্যাম্পাস রয়েছে তার সঠিক তথ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কাছেও নেই। (দৈনিক সংবাদ : ১৪ জুলাই ২০১৪)

যেখানে ইউজিসি ও শিক্ষামন্ত্রণালয়ের নিকট অননুমোদিত ক্যাম্পাসের সঠিক তালিকা টুকুই নেই, সেখানে যে শিক্ষার্থী কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তার প্রথম কাজ কী হবে? একাডেমিক নির্দেশনা অনুযায়ী ক্লাস শুরু করা না ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই তদন্ত কার্যক্রম শুরু করা। দৈনিক ইত্তেফাকের ৩রা জুলাই ২০১৪ এর প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী "ইবাইস, প্রাইম ও দারুল ইহসান এই তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলছে জটিলতা, এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক মালিক, একাধিক শাখা ও একাধিক উপাচার্য, শিক্ষার্থী ভর্তিতে গণমাধ্যমে পৃথক পৃথক বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ হচ্ছে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে। আর না জেনে শিক্ষার্থীও ভর্তি হচ্ছে। কিন্তু নীরব শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)।

ইউজিসি এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, অপর পক্ষ আদালতের আশ্রয় নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এরপরই নীরব হয়ে যায় ইউজিসি ও মন্ত্রণালয়, সমস্যা সমাধানের আর কোন উদ্যোগ নেয়া হয় না। এ কারণে বছরের পর বছর হয়ে যাচ্ছে বিপাকে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়ছে। এ সুযোগে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন দুজন উপাচার্য, কোনটি বৈধ, কোনটি অবৈধ তা নির্ধারণ করতে পারছেন না কেউ। ফলে চাকরির প্রতিযোগিতায় গিয়ে বিপাকে পড়তে হচ্ছে এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেটধারীদের।

সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেছেন, মন্ত্রণালয় চাইলে সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করতে পারেন। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে সংশ্লিষ্টরা বলেন, ইউজিসি রাজধানীর অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথক বিদ্যমান দুটি গ্রুপের সমস্যা সমাধান করেছেন, এখন দুপক্ষের মালিকেরা এক হয়ে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছেন। কিন্তু এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এমনটি করেননি ইউজিসি। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, ইউজিসি অবৈধ আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য সমস্যা জিইয়ে রেখেছে। সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এমন অভিযোগ করেছে।

এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপকালে তারা জানায় আমরা জানি না কোনটি বৈধ আর কোনটি অবৈধ। পত্রিকা ও ওয়েবসাইট বিজ্ঞাপন দেখে আমরা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। আমরা কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে।"

www.pathagar.com

"এ বিষয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সহ-সভাপতি আবুল কাশেম হায়দার দৈনিক সংবাদকে বলেন, অবৈধ ক্যাম্পাস বন্ধের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছি আমরা কিন্তু কাজ হচ্ছে না। টাকা-পয়সার বিনিময়ে সারা দেশে সার্টিফিকেট বিক্রি আরও বেড়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও ইউজিসিতে টাকা-পয়সা দিলেই সব অবৈধ কাজ বৈধ হয়ে যাচ্ছে। এই সার্টিফিকেট বাণিজ্যের শেষ কোথায় আমরা বুঝতে পারছি না।" (দৈনিক সংবাদ : ১৪ জুলাই, ২০১৪)

কথায় আছে, কুইনিন জ্বর সারাবে বটে, কিন্তু কুইনিন সারাবে কে? যেন সরষের মধ্যেই ভূত। সম্প্রতি ইউজিসির পক্ষ থেকে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রতি সতর্কবাণী জারি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কেউ ভর্তি হলে দায়ভার ঐ শিক্ষার্থীকে নিতে হবে বলেও জানিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে এল.এল.বি বা অনার্স পাশকৃতদের যারা ভর্তিকালীন সময়ে ইউজিসি বা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কোনো সতর্কবাণী কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যাম্পাসে বৈধ বা অবৈধের বিষয়ে কোনো সংবাদও পাননি। এ শিক্ষার্থীদের অপরাধ কী ছিল? এমন অনেক মেধাবী ও বোর্ড পরীক্ষায় ভালো ফলাফলধারী রয়েছে যারা সেশনজট মুক্ত, পারিপার্শ্বিকতা ও আরো অনেক বাস্তবতার কারণেই অনার্স ভর্তির ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছে তারা আরো বৈষম্য ও লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে চাকরি প্রতিযোগিতায় ভালো ফলাফল অর্জন করলেও শুধুমাত্র অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হওয়ার অজুহাতে। এমন অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীও রয়েছে যারা শিক্ষাজীবনের পরিচয়টুকু প্রদানেও পর্যন্ত অপমান বোধ করেন। এ হতভাগা শিক্ষার্থীদের শেষ পরিণাম কী হবে, শেষ পর্যন্ত কি তারা এইচ.এস.সি. সার্টিফিকেট নিয়েই ঘরে ফিরে যাবে?

ইদানীং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আরেক ব্যাধি আক্রমণ করেছে– ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ভয়। অনেকেই মনে করেন, ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষার উপযুক্ত স্থানই হচ্ছে পিতা-মাতা তথা পরিবার। আসলে পৃথিবীর সকল ধর্মই তার ধার্মিককে বিনয়ী, নম্রতা, সহনশীলতা, সত্যতা, মানবতা ও সহিষ্ণুতার চরম পরাকাষ্ঠা হতে শেখায়। ধর্মীয় শিক্ষার অনুপস্থিতিতে মানব তার নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে। ফলশ্রুতিতে সমাজে বিশৃঙ্খলা-বিভেদ বৃদ্ধি পায়। তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষার যত বেশী সম্পৃক্ততা ঘটবে, ততই মানবিকতাবোধের উন্মেষ ঘটবে।

আমাদের শিক্ষক জাতির অবস্থা "মাছি মারা কেরাণী' গল্পের লাটসাহেবের কুকুর ও পন্ডিত মশাইয়ের অবস্থার মতই। বাস্তবিকই যে জাতি জ্ঞানী-গুণীর কদর করেনা, সেখানে জ্ঞানী-গুণীর জন্মও হয়না। ফলশ্রুতিতে অপেক্ষাকৃত মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় না এসে চলে যায় অন্য পেশায়। এছাড়াও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান থাকায় শিক্ষার্থীরা যোগ্য শিক্ষক হারায়। জনৈক

www.pathagar.com

শিক্ষকের মন্তব্য, "রাজনৈতিকভাবে একজন শিক্ষকের নিয়োগ যেমনি কষ্টকর, আবার রাজনৈতিক কারণে কাউকে শিক্ষক হওয়া থেকে বঞ্চিত করা আরও বেশি কষ্টকর ও পীড়াদায়ক। যেখানে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করা যে শিক্ষার আলোকে একজন শিক্ষার্থী নিজের ভিতরকার আমিত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে সমাজ ও জাতির সেবায় নিজেকে বিলীন করে দেবে। কিন্তু আমরা শিক্ষা অর্জন করি শুধুমাত্র কর্মজীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আশায়। বর্তমানে আমাদের কোর্সগুলো তৈরি হচ্ছে প্রফেশনাল কেন্দ্রিক এতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।

আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে আরেক বাণিজ্য চলছে যেখানে সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে, মোটা অঙ্কের বেতন আদায়। এতে শিক্ষার্থীরা ক্লাসের পড়া আত্মস্থ করা আগেই স্কুলের বেতনের অঙ্ক মুখস্ত করতে হয়। এমন অনেক পরিবারে দেখেছি, আবেগের বশবর্তী হয়ে বাবা-মা সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করলেও পরবর্তীতে মোটা অঙ্কের অর্থ দিতে না পারায় শিক্ষার্থীকে বাবা মার কাছে বেতনের ঢেকুর গিলতে হয় বারবার। আবার কোচিং সেন্টারগুলো শিক্ষা-বাণিজ্যের আরেক জমজমাট হাতিয়ার। শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়া ও কোচিংয়ের ভর্তি হতে বাধ্য করা, অন্যথায় পরীক্ষায় নাম্বার কম দেওয়ার প্রবণতাও লক্ষণীয়।

"কোনো ধরনের শাস্তির বিধিবিধান না রেখেই প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে শিক্ষা আইন। নোট গাইড এবং প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং ছাত্রীদের যৌন হয়রানি, আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, একীভূত পাঠ্যবই প্রবর্তন, তিন স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা রেখে মোট ৬৭টি ধারা সংযুক্ত হয়েছে এই আইনে। কিন্তু এসবের ব্যাত্যয় ঘটলে বা কেউ যদি নির্দেশিত বিষয়গুলো না মানেন, তাহলে তার কী হবে সেসবের কোনো নির্দেশনা নেই এতে। এভাবে শাস্তির কোনো বিধান না থাকায় এটি একটি অকার্যকর আইনে পরিণত হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।" (দৈনিক যুগান্তর : ২৩ আগস্ট, ২০১৪)

অজপাড়া গ্রামের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী অর্থের অভাবে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করতে হোঁচট খাচ্ছে। এর মাঝেও সম্প্রতি প্রকাশিত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফলে অনেকেরই আলোর মুখ দেখিয়েছেন কাউকে পড়াশুনার খরচ বহন করতে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে, কেউবা দিনমজুরের কাজ করেছে আবার কাউকে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু বাধা বিপত্তি ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এ অদম্য মেধাবীদেরকে কেউ দমাতে পারেনি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এহেন ভালো ফলাফল করা সত্ত্বেও উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ ও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হতে তাদেরকে আরো হিমশিম খেতে হচ্ছে। দারিদ্রতার করালগ্রাসে কত প্রতিভাবান মেধাবীকে হারিয়েছে এ সমাজ।

www.pathagar.com

"যদি কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে চাও তাহলে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে আগে ধ্বংস করো।" জনৈক মনীষীর উক্তিটি সত্যি। শিক্ষা ছাড়া একটি জাতি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। যে শিক্ষা ব্যক্তির দেহ, মন ও আত্মার ও উৎকর্ষতা সাধন করে, সে শিক্ষা ব্যবস্থাও হওয়া চাই, যাবতীয় ব্যাধি ও আঘাত মুক্ত। যে শিক্ষা সমাজের যাবতীয় অন্ধকার ও পাপ পঙ্কিলতা মুক্ত করে সমাজকে একটি আলোকিত সমাজে রূপান্তরিত করবে।

অক্টোবর ২০১৪

www.pathagar.com

ধর্ম ও সভ্যতা

মানব জীবন ধর্ম নির্ভর। ধর্ম ছাড়া মানব জীবন কল্পনা প্রসূত। শুধু মানব জীবন কেন? পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই ধর্ম নির্ভর। বাতাসের ধর্ম প্রবাহমানতা, আগুনের ধর্ম দহন, নদীর ধর্ম সমুদ্রগামী হওয়া, ইত্যাদি প্রত্যেক বস্তুই ধর্মানুসারী। আগুন কখনও নদীর ধর্ম অনুসরণ করেনা, নদীও কখনও আগুনের ধর্ম অনুসরণ করেনা। অনুরূপ মানবের সমস্ত অস্তিত্বই ধর্ম কৈন্দ্রিক। ধর্মহীন মানব জীবন বিকলাঙ্গ ও অসুস্থ।

সংস্কৃতিক "ধৃ" ধাতুর সাথে 'মন' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি "ধৃ" অর্থ "যা ধরে রাখে" বা "ধারণ করা"। ইংরেজি Religion শব্দটি বাংলা "ধর্ম" শব্দের প্রায় সমার্থক 'রিলিজিওন' এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে, "পুনরেকত্রীকরণ"। তবে, ধর্ম শব্দের অর্থ "রিলিজিওন" এর চেয়ে ব্যাপক।

ধর্মের পারিভাষিক সংজ্ঞায়, নৃ বিজ্ঞানী C R Ember বলেন, "ধর্ম হচ্ছে এমন যে-কোনো আচরণ, বিশ্বাস বা চর্চা যা কোনো অতি প্রাকৃতিক শক্তির সাথে সম্পৃক্ত। ইংরেজীতে "Religion" এর সংজ্ঞায় বলা হয়, "Belief in a higher unseen controlling power especially in a personal God" তথা, অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক শক্তির বিশেষত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। ড. আল্লামা ইকবালের ভাষায়, Religion is not a departmental affair, it is neither mere thought, not mere action, it is an expression of the whole man. তথা "ধর্ম কোন বিষয় সম্বন্ধীয় ব্যাপার নয়, নয় কেবল বিশ্বাস ও বোধ, নয় কেবল আচার-আচরণ, ধর্ম মূলত একটি মানুষের সমগ্র প্রকাশ"।

প্রথম মানব আদম (আঃ) থেকে পৃথিবীতে মানব বংশ পরিক্রমা ও বিস্তৃতি ঘটে। কাল ও স্থানের পরিবর্তনে মানুষের শারীরিক গঠন ও আকৃতির ভিন্নতা ঘটলেও প্রত্যেকের শেশব, কৈশোর, যৌবন, পৌড়, বার্ধক্য ও খাদ্য, আলো-বাতাস গ্রহণ, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি প্রাণিতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে একই প্রজাতির ও অভিন্ন। তথা জৈবনিক ভাবে সকল মানুষের ধর্ম একই। এ প্রথম মানব সৃষ্টির প্রাক্কালে মানুষের ধর্ম একটিই ছিল। এছাড়াও এ সকল সৃষ্টির-স্রষ্টা একেশ্বর, যাঁর কোনো অংশীদারিত্ব বা সমতা নেই। তাহলে এ একেশ্বরের সৃষ্টির ধর্মও এক হওয়া বিবেকেরও দাবী।

www.pathagar.com

তবে হ্যাঁ, মানুষের রয়েছে মত প্রকাশ ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা, তাই কাল পরিক্রমায় মানবের বিশ্বাস ও মত পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব ঘটে।

স্রষ্টা মানবকে সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো, তাঁর উপাসনা করা। আত্মাতেই পরামাত্মার আবির্ভাব হয় এবং পরমাত্মর সহিত আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপনই উপাসনার মহান উদ্দেশ্য। আর ধর্ম, পরমাত্মাতে পৌছিবার বা পরমাত্মার রঙে রঙিন হইবার সহজপন্থা বা ঐশিবিধান। এছাড়াও মানবকে সৃষ্টি করে স্রষ্টা জেনে নিতে চান প্রকৃতপক্ষেকে তাঁর প্রতি কে কৃতজ্ঞ এবং তাঁর মাঝে নিজেকে বিলীন করে দিতে চায়।

সংস্কৃতির বিকাশ ও বিজ্ঞানের পূর্ণতায় ধর্মের ভূমিকা অত্যধিক। ছয় হাজার বছর আগে আবর সাগর, লোহিত সাগর, ভূ-মধ্যসাগর, নীল ইউফ্রেটিস টাইগ্রীসের তীরবর্তী অঞ্চলে যে সভ্যতার ছোঁয়া লেগেছিল, তা পরবর্তীতে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও, মিশরীয় ফারওরা এবং সেমেটিক আরবরা ধর্মীয় নীতিতে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল। বস্তুগত বিজ্ঞান এবং অদৃশ্য ঐশ্বরিক জ্ঞানের সমন্বয় সৃষ্টিতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য অপরিহার্য। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব শুধু বিশ্বাসে সীমাবদ্ধ নয়। বরং বিজ্ঞানেরও অন্তর্ভূক্ত একজন বিজ্ঞানীর গবেষণার কেন্দ্র বিন্দুই হলো স্রষ্টার সৃষ্টিজগত। এতে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে স্রষ্টার নিদর্শন। তাই সৃষ্টিকর্তা ও অদৃশ্য জগতকে বাহিরে রেখে বিজ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করা শুধু কল্পনাই থেকে যাবে।

মানবজীবনের এমন কোন দিক নেই, যার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ঐশীবাণীতে নেই। সমাজ জীবনে অপরাধ প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, ধর্মীয় অনুশাসনের যথাযথ অনুসরণ না করা। অথচ যেখানে চুরি, ডাকাতি, মারামারি, হত্যা, ধর্ষণ, ইত্যাদির মত গর্হিত অপরাধে প্রচলিত আইনে বিচার ও শাস্তি প্রয়োগ ঘটলেও অপরাধের হার হ্রাস পাচ্ছে না। একজন ধার্মিক যখন বিশ্বাস করে যে আমার দ্বারা সংঘটিত অপরাধের কেউ ওয়াকিফহাল না হলেও অদৃশ্যের অধিপাতি, স্রষ্টা ওয়াকিফহাল। এবং পার্থিব জগতে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না হলেও পরজগতে সত্যিকারের বিচারের সম্মুখিত হতে হবে। এ অনুভূতিটুকু একজন ধার্মিককে যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত রাখতে পারে।

এছাড়াও অনেক অপরাধী বিভিন্ন কারণে বিচারের সম্মুখীন না হয়ে বেঁচে যায়। এতে ভুক্তভোগী বিচার না পেয়ে আরো ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাহলে প্রশ্ন, স্রষ্টা কী তাঁর সৃষ্টি জগতের মাঝে ইনসাফ বা সমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না? যা প্রকৃতি বিরোধী, আর এটি বিবেকের দাবীও নয়। অথচ সৃষ্টি জগতে সমতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা স্রষ্টার অন্যতম একটি প্রতিশ্রুতিও। তাই যারা পরজগত বিশ্বাসী, তাঁরা অবিশ্বাসীদের চেয়ে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে অধিক পরিমাণ বিরত থাকতে

www.pathagar.com

পারেন। এজন্যই অসংখ্য সৃষ্টির মাঝে যাঁদেরকে বিবেক তথা ভালো-মন্দ পার্থক্য করার অনুভূতি দেওয়া হয়েছে, পরজগতে শুধু মাত্র তাঁদেরই বিচার হবে।

এইড্‌সসহ বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধ ছাড়াও দেহকে সুস্থ ও সবল রাখতে আধুনিক চিকিৎসকগণ ধর্মীয় অনুশাসনের যথাযথ অনুসরণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এই রোগের সংক্রমণে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারী দেশের জনসাধারণের মাঝে কম পরিলক্ষিত হয়।

সত্যিকারের একজন ধার্মিক দ্বারা কখনও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হতে পারেনা। বরং তিনি যেমনিভাবে অপরাধ থেকে বিরত থাকবেন, অন্যকেও বিরত রাখতে চেষ্টা করবেন। ধর্মের যথাযথ গুরুত্ব বুঝেছেন "মহাত্মা গান্ধী"। তিনি বলেছেন, "আমার ঝোঁক রাজনীতিতে নয়, ধর্মে। এবং আমি যে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছি তার কারণ আমার বোধ এই যে, জীবনের এমন কোনো বিভাগ নেই যাকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের মানবতাবাদী ধর্মীয় দার্শনিক ও সাবেক জেনেভায় "হিউম্যান রাইটস কমিশন" এ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত "মাইকেল নোভাকে'র" সাথে বাংলাদেশ টেলিভিশনের এক সাক্ষাৎকার গ্রহণে ড. শামশের আলী প্রশ্ন করলেন, ধর্ম মানুষের তথা মানবতার ঐক্যবিধায়ক বন্ধনই হবার কথা, কিন্তু সেই ধর্মকে ঐক্যের সেতুবন্ধন হিসেবে না দেখে মানবতার মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী হিসেবে দেখা হচ্ছে? প্রশ্নটি বহু মানুষের মনকেই পীড়িত ও দুঃখিত করে তুলেছে, এ বিষয়ে আপনার মত কী?

এম নোভাক : দেখুন ডক্টর আলী, এর প্রধান কারণ আমার মনে হয়, দূরত্ব-ব্যবধান, আর এই ব্যবধানেরই স্বৈরপীড়ন। মানবেতিহাসের বেশিরভাগ কালপরিক্রমায় বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী ছিল ব্যবধান দ্বারা বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র। খ্রিষ্টানরা কেবল নিজেদেরকেই চিনতো। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও জ্ঞাতিদের সাথেই শুধু যোগাযোগ ছিল তাদের। কিন্তু আর সকলেই তাদের কাছে ছিল আজ্ঞাত কুলশীল আগন্তুক গোটা বিশ্ব মানবতার আলোকে নিজেদেরকে দেখতে তারা অভ্যস্ত ছিলনা। আমার ধারণা, মুসলিম, বৌদ্ধ, হিন্দু ও আর সকলের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। আমরা ছিলাম বিচ্ছিন্ন, আলাদা, আমরা পরস্পরকে আগন্তুকমাত্র ভেবেছি, পরিবারের সদস্য, বন্ধু, সহযোগী বলেও ভাবিনি। যেমনটি আমরা ভেবেছি নিজেদের সম্পর্কে।

সাম্প্রতিক কালে যারা ধর্ম অনুসারী বা ধর্ম নিয়ে কথা বলে তাদেরকে "মৌলবাদ" বলে গালি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ড. শমশের আলী "মাইকেল নোভাকে'র" সাথে মৌলবাদ শব্দটিকে পারিভাষিক ভাবে ভুল প্রাসঙ্গিকতায় প্রয়োগ করা নিয়ে আলোচনাকালে নোভাক বলেন, "মৌলবাদ শব্দটি প্রথমত ও প্রধানত খ্রিষ্টীয় জগতেই নৈতিবাচক অর্থ ধারণ করেছে। এর কারণ, খ্রিষ্টীয় জগতে কিছু লোকের

www.pathagar.com

একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, এই আন্দোলনের প্রবক্তরা মৌলিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তবে অন্য কিছু মানুষের কাছে তাদের এ অভিমত বা কথাবার্তাকে সংকীর্ণতা অসহিষ্ণু ও চরমপন্থী মনে হয়। আর তা থেকেই মৌলবাদ শব্দটিতে নেতিবাবক ও কর্কশ বৈশিষ্ট্যময় তাৎপর্য আরোপিত হয়।

ধর্ম শুধু পরজগতের শিক্ষা দেয় না, বরং পার্থিব ও পরজগতের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে শেখায়। ঘর-সংসার ত্যাগ করে নয়, বরং এগুলোকে কেন্দ্র করেই একজন ধার্মিক তাঁর জীবন-যৌবনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির কল্যাণে কাজ করে যাবেন। তাই সামাজিক জীবনে পারস্পরিক মর্যাদার মানদণ্ড হবে ধর্ম।

ধর্মের মূল জ্ঞান ঐশী বাণী। যাহা কোনে মানব রচিত বাণী বা মতাদর্শও নয়। সামাজিক জীবনে প্রত্যেক মানবের ধর্মীয় জ্ঞানার্জন অনস্বীকার্য। নচেৎ ধর্মীয় অনুশাসনকে সঠিকভাবে অনুসরণ ও ধর্ম সম্পর্কে সঠিক মন্তব্য করতে ও ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

এপ্রিল ২০১৪

www.pathagar.com

গ্রেফতার : আইন ও করণীয়

প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর স্বদেশীয় নাগরিক হিসেবে ঐ দেশের আইন জানা প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি আইন না জেনে কোন অপরাধ করলে তাঁর একথা বলার সুযোগ নেই যে, তিনি সংশ্লিষ্ট অপরাধ ও শাস্তি সম্পর্কে জানেন না। শুধুমাত্র যারা আইনের ছাত্র, মানবাধিকার ও আইনপেশার সাথে জড়িত তাঁরা আইনী জ্ঞান অর্জন করবে তা নয় বরং নিজের প্রয়োজনেই আইন জানা দরকার। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। স্বাভাবিকভাবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে তবে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা পুলিশকে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই ৯টি কারণে একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুলিশ এই ধারার ক্ষমতাকে অনেক ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ করে থাকে। সরকার বিরোধী দলকে দমনে এই ধারার সুযোগটি গ্রহণ করে, আবার অনেক সময় সাধারণ নিরীহ জনগণও হয়রানির শিকার হন। যেমন কোন স্থানে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে সংশ্লিষ্ট অপরাধের সাথে জড়িত প্রকৃত অপরাধীরা ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে থাকে তখন পুলিশ প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেফতার ও সনাক্ত করতে না পেরে ঐ স্থানের আশে-পাশে সন্দেহমূলক ভাবে নিরীহ জনগণকে গ্রেফতার করে। আবার দেখা যায়, ৫৪ ধারায় আটককৃত ব্যক্তিকে অধিকতর তথ্য আদায়ের জন্য পুলিশি রিমান্ড আবেদনের মাধ্যমে ম্যজিস্ট্রেট ১৬৭ ধারায় রিমান্ড মঞ্জুর করে থাকে। এছাড়াও পরবর্তীতে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার দেখানোর নজীরও রয়েছে।

এক্ষেত্রে যখন কেউ পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার উপক্রম হয় বা গ্রেফতার হয়, তখন তিনি কী করবেন বা তাৎক্ষণিক আইনী কী পদক্ষেপ নেবে? প্রাথমিকভাবে পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করতে চাইলে, যদি দেখেন সাদা পোশাকধারী পুলিশ তাহলে তার পরিচয় জেনে আপনি নিশ্চিত হবেন যে, তিনি পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একজন সদস্য। আবার পোশাকধারী হলেও আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে, কেননা অনেক সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পোশাক পরেও বিরোধ পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়। পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিশ্চিত হওয়ার পর আপনার গ্রেফতারের যথোপযুক্ত কারণ জানতে বা গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি

www.pathagar.com

হয়েছে কিনা? তা অবশ্যই আপনি জেনে নিতে পারেন। সন্দেহমূলক গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে আপনার পরিচয় প্রদানসহ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে গ্রেফতার এড়াতে। কেননা সংশ্লিষ্ট থানা পর্যন্ত আপনাকে একবার নিতে পারলে এর সাথে পুলিশের এক জমজমাট গ্রেফতার বাণিজ্য ও জড়িত থাকে। গ্রেফতার হওয়ার পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদের ১-উপ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবেনা এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাহার মনোনিত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবেনা"। বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ফৌজধারী কার্যবিধির ৬১ ধারানুযায়ী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করাতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদের ২-উপ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেফতারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেফতারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাহাকে তদাতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না" এছাড়াও গ্রেফতার হওয়ার পর আপনার সাথে যদি নগদ টাকা-পয়সা বা অন্য কোন মূল্যবান সম্পদ থাকে, তাহলে সেগুলো থানার সম্পদ জব্দ খাতায় লিপিবদ্ধ করে নিতে হবে। যাতে জামিনে মুক্তি লাভের পর ফেরৎ পাওয়া যায়। আটককৃত ব্যক্তির দোষ স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য জোর-জবরদস্তি, ভীতি-প্রদর্শন ইত্যাদির প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। উপরন্তু পুলিশ যদি আপনাকে শারীরিক বা মানসিকভাবে কোন প্রকারের নির্যাতন করে তাহলে আপনার আইনজীবীর মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে পারবেন। এছাড়াও একজন পুলিশ অফিসার ধারা ৫৪ অনুযায়ী যেভাবে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারে। সেভাবে একজন ম্যাজিস্ট্রেটও কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারে। ফৌজদারী কার্যবিধির ৬৫ ধারানুযায়ী "কোনো ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাহী বা জুডিসিয়াল যাহাই হউক তাহার উপস্থিতিতে ও তাহার এখতিয়ার স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে যে কোন সময়ে এইরূপ যে কোনো গ্রেফতার করিতে বা গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন যাহাকে পরোয়ানার জন্য তিনি উক্ত সময়ে ক্ষমতাবান এবং পরিস্থিতি মোতাবেক পরোয়ানা জারি করিতে পারেন"। অধিকন্তু পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়াও বেসরকারী ব্যক্তি কর্তৃকও ফৌজধারী কার্যবিধির ৫৯ ধারানুযায়ী নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে গ্রেফতার করিতে পারেন। "জামিন অযোগ্য ও আমলযোগ্য আপরাধকারী ব্যক্তিকে অথবা অপরাধী মর্মে ঘোষিত কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারেন এবং অযথা বিলম্ব না করিয়া গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে পুলিশ অফিসারের কাছে অর্পণ করিবেন বা পুলিশ অফিসারের অনুপস্থিতি তাহাকে নিকটস্থ থানার হেফাজতে লইয়া যাইবেন অথবা লইয়া যাওয়ার কারণ ঘটাইবেন"।

www.pathagar.com

আর্থিক অস্বচ্ছলতা, অভিভাবকতাহীনতা ও সঠিক দিক-নির্দেশনার অভাবে অনেককেই দিন-মাস পেরিয়ে বছরের পর বছর কারা প্রকোষ্ঠে বিনাবিচারে দিনতিপাত করতে হয়। এজন্য গ্রেফতারের সাথে সাথে আইনজীবীর মাধ্যমে দ্রুত জামিনের ব্যবস্থা করা। আবার গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি যদি আর্থিক অস্বচ্ছল হন, তাহলে তিনি সরকারীভাবে আইন সেবা পেতে পারেন। অথবা বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থারও সহযোগিতাও নিতে পারেন।

জানুয়ারি, ২০১৪

সহায়কগ্রন্থপঞ্জী

১. সংস্কৃতি ও সহাবস্থান, শেখ দরবার আলম
২. নৃ-তাত্ত্বিক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, মাখন ঝা, অনুবাদ : সাদাত উল্লাহ খান
৩. সমাজ সংস্কৃতি ও শিল্পকলা, মতলুব আলী, রূপ প্রকাশন
৪. বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি, আলহাজ্ব মো. আসাদুজ্জামান
৫. মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচনাবলী-১, সৈয়দ আবুল মকসুদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা
৬. আইনের শাসন ও মানবাধিকার, অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ, অংকুর প্রকাশনী, ঢাকা
৭. চলচ্চিত্রের চালচিত্র, জাকির হোসেন রাজু, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা
৮. বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : পাঁচ দশকের ইতিহাস।
৯. বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : সংকটে জনসংস্কৃতি, গীতিআরা নাসরিন।
১০. সেরা মনীষীর জীবনী, আমিরুল ইসলাম কাগজী সম্পাদিত, তিশা বুকস ট্রেড।
১০. সুখী জীবন ও কাজের সন্ধানে, ডেল কার্নেগি।
১১. শিক্ষা নীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, নূরুল ইসলাম নাহিদ, আগামী প্রকাশনী।
১২. ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ, প্রফেসর মতিউর রহমান, কাশবন প্রকাশনী
১৩. গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ, নির্বাচিত প্রবন্ধ, মাইকেল নোভাক, যুক্তরাষ্ট্র তথ্য সার্ভিস (ইউসিসি)
১৪. প্রকৃতি বিজ্ঞান ও ধর্ম, প্রফেসর আজিজুর রহমান লস্কর, দি রয়েল পাবলিকেশন
১৫. দীন ও তুলনামূলক তত্ত্বের পরিচিতি, আবুবকর জাকারিয়া মজুমদার, (ইউজিসি)
১৬. মানবধর্ম, আলহাজ্ব মাওলানা ফজলুল করিম
১৭. বিভিন্ন ওয়েবসাট ও পত্র-পত্রিকা।

www.pathagar.com